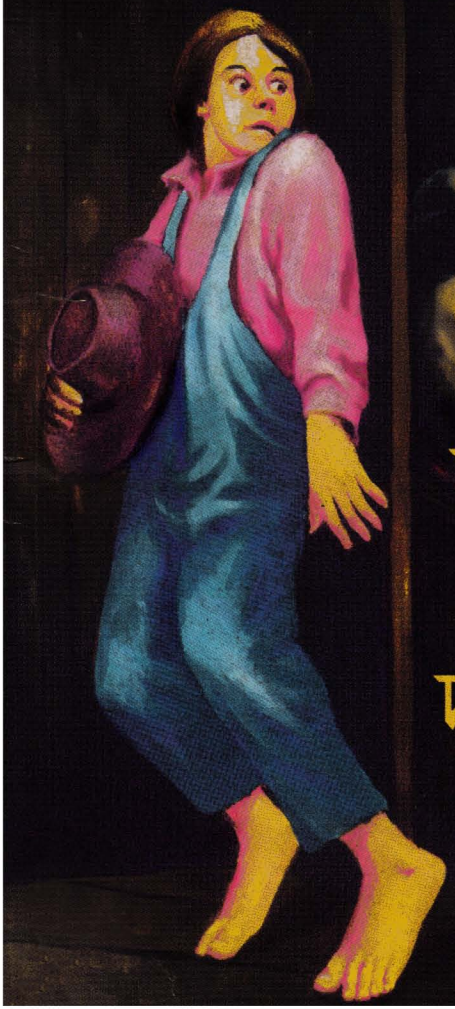

সচিত্র কিশোর ক্লাসিক সিরিজ

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

হাকল্‌বেরি ফিন-এর

দুঃসাহসিক অভিযান

(The Adventures of Huckleberry Finn)

মূল : মার্ক টোয়েন

রূপান্তর : মাইনুল ইসলাম

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি

প্রকাশক
পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.
১৬ শান্তিনগর, ঢাকা ১২১৭
ফোন ৭১২৬২৭৪, ৯৩৩৫৮২৬, ৯৩৬০০৯৪, ৮৩৬০০০৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩১৩০০৬, ই-মেইল info@panjeree.com

প্রকল্প সম্পাদক
মাসুদ আশরাফ

সম্পাদনা
সৈয়দ নজমুল আবদাল
ফিরোজ আশরাফ

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০০৪

প্রথম সংস্করণ
আগস্ট, ২০০৮

© প্রকাশক

প্রচ্ছদ
সারফুদ্দিন আহমেদ

অঙ্গসজ্জা
মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

পরিবেশক
ভারত : শিশু সাহিত্য সংসদ (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা
যুক্তরাজ্য : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

The Adventures of Huckleberry Finn, a fiction by Mark Twain, specially adapted version for young readers in Bengali by Mainul Islam. Published by Panjeree Publications Ltd
16 Shilpacharya Jaynul Abedin Sarak, Shantinagar, Dhaka-1217
Indian Distributor : Shishu Sahitya Samsad Pvt. Ltd, Kolkata
U.K Distributor : Sangeeta Ltd, 22 Brick Lane, London
First published September, 2004. Price Taka 50.00, US$ 5.00

ISBN 984-634-071-0

এই বইয়ে তোমরা যাদের মুখোমুখি হবে

হাক পুরো নাম হাকল্‌বেরি ফিন। বন্ধু টম-এর সাথে দুঃসাহসী অভিযানে বেরিয়ে পড়া এক দুরন্ত কিশোর। ভদ্রজীবন তার মোটেই ভাল লাগে না।

জিম : মিস ওয়াটসনের ক্রীতদাস। বিক্রি করে দেয়া হবে জানতে পেরে পালিয়ে যায় জিম।

প্যাপ : হাক-এর বাবা। শহরের কুখ্যাত মাতাল। হাকের সব টাকা সে কেড়ে নেয়।

উইডো ডগলাস : দয়ালু এক মহিলা। হাককে ভদ্রজীবনে ফিরিয়ে আনার জন্যে ভদ্র মহিলার চেষ্টার শেষ নেই।

রাজা নিম্ন প্রকৃতির এক ভন্ড। নিজেকে সপ্তদশ লুই বলে দাবি করে। প্রতারণার হাজার কৌশল তার জানা।

ডিউক : আরেক ভন্ড যুবক। রাজার সাথে হাত মিলিয়ে মানুষ ঠকায়। নিজেকে ডিউক পরিবারের লোক বলে দাবি করে।

মি. ফেল্পস্ : গ্রামের এক কৃষক। পুরস্কারের আশায় জিমকে ভেলার উপর থেকে ধরে এনে নিজের খামার বাড়িতে আটকে রাখে।

ডাক্তার রবিনসন পিটার উইল্কস্-এর বন্ধু। রাজা আর ডিউককে মিথ্যে পরিচয় দানকারী হিসেবে চ্যালেঞ্জ করে বসে।

মেরি জেন : পিটার উইল্কস্-এর ভাইয়ের মেয়ে। ওরা তিন বোন।

স্যালি খালা : টম সয়ারের খালা। এই খালাই জিমকে আটকে রাখা কৃষক ফেল্পস্-এর স্ত্রী।

টম সয়ার : হাক এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নানারকম অভিযানের অদ্ভুত সব পরিকল্পনা তার মাথায় ঘুরে বেড়ায়।

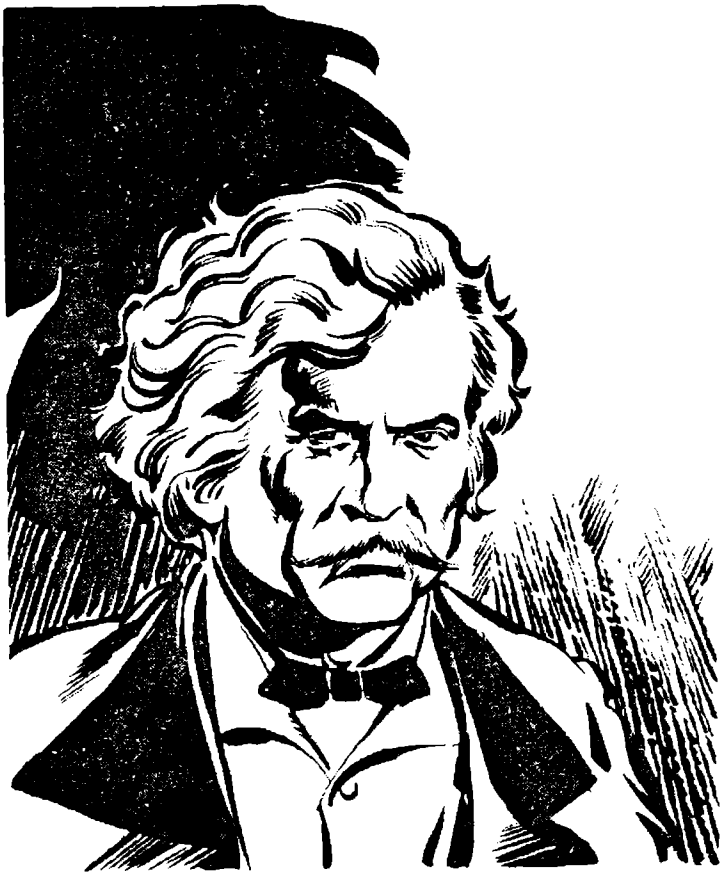

মার্ক টোয়েন

লেখক পরিচিতি

মার্ক টোয়েনের আসল নাম স্যামুয়েল লংহর্ন ক্লেমেন্স। জন্ম ১৮৩৫ সালে, মিসৌরির ছোট্ট এক শহরে। মিসিসিপি নদীতে চার বছর স্টিমারে কাজ করার পর তিনি খবরের কাগজে মজার মজার ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন।

মার্ক টোয়েন অনেক ছোটগল্প ও উপন্যাস লিখেছেন। 'এ কানেকটিকাট ইয়াংকি ইন কিং আর্থারস্ কোর্ট', ' দ্যা প্রিন্স এন্ড দ্যা পপার', ' লাইফ অন দ্যা মিসিসিপি' ইত্যাদি মার্ক টোয়েনের নামকরা উপন্যাস হলেও যে দুটো বই তাঁকে পৃথিবীখ্যাত লেখকের মর্যাদা দিয়েছে তা হচ্ছে, 'দ্যা এ্যাডভেঞ্চার অব টম সয়ার' এবং 'দ্যা এ্যাডভেঞ্চার অব হাকল্‌বেরি ফিন'।

মার্ক টোয়েনের নিজের ভাষায় এ বই দুটিতে ফুটে উঠেছে তাঁর শৈশব জীবনের অনেক কাহিনী।

মাত্র বার বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে দেয়া মার্ক টোয়েন পরবর্তীতে আমেরিকা ও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি পেয়েছেন।

মার্ক টোয়েন আমেরিকার লেখক হলেও তাঁর পাঠক শুধু আমেরিকার ভূখন্ডে সীমিত থাকেনি। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে রয়েছে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠক। ১৯১০ সালে এই মহান লেখক মৃত্যুবরণ করেন।

হাকলবেরি ফিন

১. হাক-এর নতুন জীবন

তোমরা তো মার্ক টোয়েনের টম সয়ারের দুঃসাহসিক অভিযান গল্পে আমার কথা আগেই শুনেছো। আমার নাম হাকলবেরি ফিন। মিসৌরির ছোট্ট শহর পিটার্সবার্গে সেই ছোটোবেলা থেকেই বেড়ে উঠেছি। বাবা শহরের একজন কুখ্যাত মাতাল। আমার জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই

কেটেছে মিসিসিপি নদীতে মাছ ধরে, ফুটপাতে ঘুমিয়ে আর বন্ধু টম সয়ারের সাথে নানা দুঃসাহসিক অভিযানে।

গুপ্তধনের সন্ধান পাবার আগে টম আর আমার জীবনটা পানসে হয়ে গিয়েছিল। আমরা ১২ হাজার ডলারের স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছিলাম। আর ওটা ছিল ডাকাত দলের মাটির নিচে পুতে রাখা সম্পদ।

জজ সাহেব এগুলোর উপর আমাদের মালিকানা দিয়েছিলেন। টম আর আমার ভাগে পড়েছিল ছয় হাজার ডলার করে। তিনি আমাদের নামে টাকাগুলো ব্যাংকে রেখে দেন। সুদ হিসেবে আমরা প্রতিদিন পেতাম এক ডলার। সেই ছোট্ট শহরে টাকাগুলো খরচ করার পথ পেতাম না। কিন্তু অর্থ আমাকে সুখী করতে পারেনি।

ঠিক সেই সময়ে উইডো ডগলাস আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে নিজের ছেলের মতো লালন-পালন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভদ্রমহিলা ছিলেন আমার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। মনে হয় আমি একদিন তার জীবন বাঁচিয়েছিলাম সেই কারণেই। আমার মতো ভবঘুরের পক্ষে ঘরে বন্দী হয়ে থাকাটা ছিল অকল্পনীয়। উইডো আমাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরালেন। সময়মতো খাবারদাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমাকে গীর্জায়ও নিয়ে গেলেন উইডো। এই ভদ্রবেশ আমার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলে আমি আমার পুরনো নোংরা কাপড়গুলো পরে ফেলতাম। ওতে আমি খুবই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম। কিন্তু টম সয়ার একদিন আমাকে খুঁজে বের করে বললো, সে একটা ক্লাব করতে যাচ্ছে। আমাকে একটা শর্তে তার দলে নেবে। আর শর্তটা হলো আমাকে উইডো ডগলাসের সাথে ভদ্র জীবনযাপন করতে হবে।

বাধ্য হয়ে আমাকে আবার ফিরে যেতে হলো উইডোর কাছে। তিনি আমাকে আবার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরতে বাধ্য করলেন। ওগুলো পরলেই আমার ভীষণ অস্বস্তি হতো। নিয়মিত খাবার খাওয়া আর সব সময় ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলাটা হয়ে উঠল আমার জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার।

হাককে গীর্জায় নিয়ে যাচ্ছেন উইডো

একরাতে আমার পড়া শেষ হলে এতোটা খারাপ লাগছিল যে বলার মতো নয়। পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সুনসান ঘরের জানালায় বসে আমি নীরবে গাছের পাতায় বাতাসের খেলার শব্দ শুনছিলাম। এর কিছুক্ষণ পরই একটা মিঁউমিঁউ শব্দ কানে এলো। শব্দটা আসছিল জানালার নিচ থেকে।

ওটা ছিল টমের সংকেত। আমাদের ক্লাবে সে নৈশসভা ডেকেছে। আমিও তার শব্দে সাড়া দিলাম। তারপর চুপিসারে জানালা দিয়ে নিচে নেমে এলাম।

উইডোর বাড়ির কাছেই একটা ঝোপঝাড়ের পাশে আমরা একত্রিত হলাম– টম সয়ার, বেন রজারস, টমি বার্নস, জো হারপার আর আমি। কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর ক্লাবের সদস্য হিসেবে আমরা শপথ নিলাম। টমকে ক্যাপ্টেন আর জো হারপারকে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন বানিয়ে

ক্লাবের সদস্য হিসেবে কয়েক বন্ধু শপথ নিচ্ছে

সে রাতের মতো মিটিং শেষ হলো।

দিনের আলো ফোটার আগেই পাইপ বেয়ে জানালা দিয়ে উপরে উঠতে হলো আমাকে। আমার নতুন জামা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল। পাইপ বেয়ে উঠতে গিয়ে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম।

২. প্যাপ-এর ফিরে আসা

গতরাতে কাপড় নোংরা করার জন্য সকালবেলায়ই মিস ওয়াটসনের বকা খেয়ে দিনটা শুরু হলো। উইডো ডগলাস অবশ্য কিছু বলেননি না। তিনি আমার কাপড়ের ময়লা দাগ আর কাদা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলেন।

তিন-চার মাস পরে আমাদের ক্লাব গেলো ভেঙে। আমরা স্কুলে যেতে শুরু

করলাম। ওটা আমার প্রথম স্কুলে যাওয়া হলেও ইতোমধ্যে লিখতে ও পড়তে শিখে গিয়েছিলাম। ছোটো ছোটো অংকের হিসাবও আমার আয়ত্তে চলে এসেছিলো।

প্রথম প্রথম স্কুলকে ঘৃণা করলেও পরে ধীরে ধীরে ভালো লাগতে শুরু করলো। উইডোর ইচ্ছে অনুসারে পুরোপুরি চলার চেষ্টা করছিলাম। ঘরের বদ্ধজীবন আর বিছানায় ঘুমানোটা আমাকে ভদ্রজীবনে ঠেলে দিচ্ছিলো। আর তাই শীত নামার আগেই আমি সুযোগ বুঝে বাইরে ঘুমোতে চেষ্টা করছিলাম। এই সুযোগটুকু ছিলো বলেই আমি পালিয়ে যাইনি।

এক সকালে নাস্তা খাওয়ার আগে আমি লবণের বাটি উল্টে ফেললাম। ধরেই নিয়েছিলাম দিনটা ভালো যাবে না। আমি সামনের উঠোনে নেমে গেলাম। তারপর উপরে উঠে গেলাম পাঁচিল বেয়ে। এক ইঞ্চি পুরু তুষার পড়েছিল। হঠাৎ চোখ আটকে গেলো তুষারের ওপর কয়েকটা জুতোর দাগে। ছাপ দেখে মনে হচ্ছে পা দুটো কিছুক্ষণ পায়চারি করে বাগানের দিকে চলে গেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে ঘোরাঘুরি করেই সে চলে গেছে, ভেতরে আসেনি। আমার মাথায় কিছু এলো না। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছিল।

আমি পায়ের ছাপগুলোকে অনুসরণ করছি ঠিক তখনই একটা জিনিস খেয়াল করলাম। বাম পায়ের জুতোর তলার ছাপে একটা ক্রস চিহ্ন। এটা ছিল দুটো বড় আঙুলের কাটাকুটি ধরনের ছাপ– সৌভাগ্যের চিহ্ন। ছাপটা পরিচিত মনে হলো। আর তখনই উঠে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে মরণপণ দৌড়ে গেলাম। চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিলাম কিন্তু কাউকে চোখে পড়ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জজ থ্যাচারের বাসায় পৌঁছে গেলাম আমি। দরোজা খুলেই জজ বললেন, 'কী ব্যাপার হাক? এভাবে হাঁপাচ্ছো কেন? তুমি কি তোমার সুদের টাকাটা নিতে এসেছো?'

'না স্যার', বললাম আমি। 'কিছু কি জমা হয়েছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছয় মাসের একটা চেক গতরাতে এসেছে। ১৫০ ডলার। তোমার ভাগ্যটা ভালো। ছয় হাজার ডলারের সাথে এই টাকাটাও আমি না হয় ব্যবসায় খাটাই।'

'না স্যার', নিঃশ্বাস আটকিয়ে বললাম আমি, 'এটা আমি আপনাকে দিয়ে বিনিয়োগ করাতে চাচ্ছি না। আমি পুরো টাকাটাই ফেরত চাচ্ছি। সুদ এবং আসল ছয় হাজার ডলার।'

জজ অবাক হলেন। আমার কথা যেন তিনি বুঝতে পারছিলেন না, 'তুমি কেন আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে যেতে চাচ্ছো হাক? এতোগুলো টাকা দিয়ে কী করবে?'

জুতোর ছাপটা খুবই পরিচিত মনে হচ্ছে

'আমাকে এ ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না স্যার। আমি যা বলার বুঝেশুনেই বলছি।'

কিছুক্ষণ পর জজকে আমি সব খুলে বললাম। তিনি আমাকে একটা দলিলে স্বাক্ষর করতে বললেন। স্বাক্ষর করে টাকাগুলো নিয়েই আমি দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম।

উইডোর বাড়িতে এক নিঃশ্বাসে ছুটে এলাম আমি। এই একটা জায়গায় আমি নিরাপদ।

মোমবাতি জ্বালিয়ে রুমে ফিরে এলাম। দরোজা আটকিয়ে লম্বা করে দম নিয়েছি ঠিক তখনই পিলে চমকে উঠলো আমার। চোখের সামনে প্যাপ দাঁড়িয়ে।

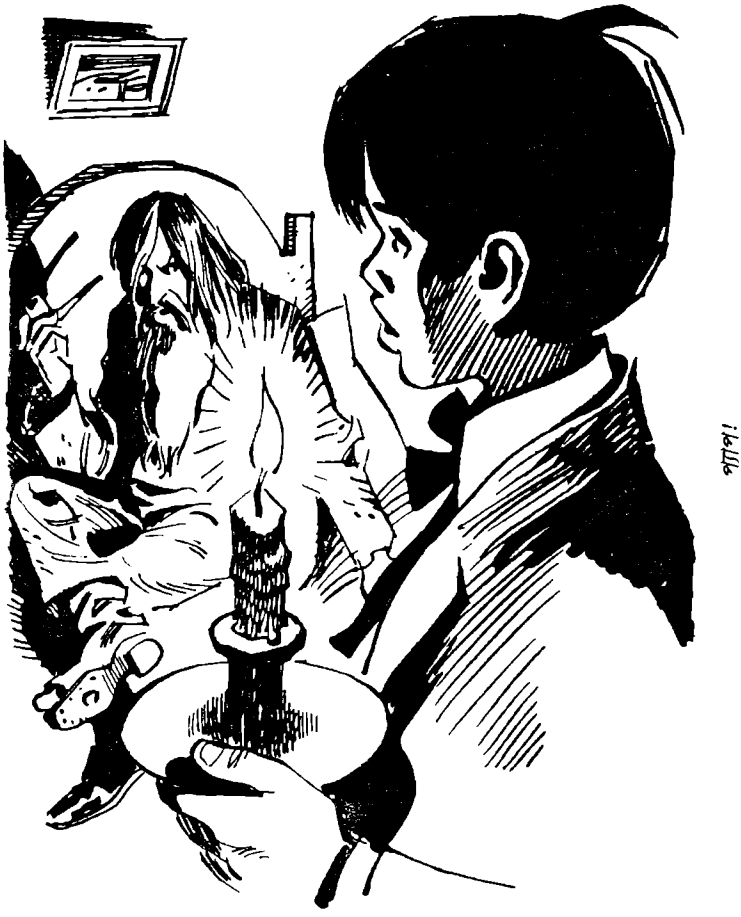

প্যাপ আমার বাবা হলেও তাকে আমি সব সময়ই ভয় পাই কারণ সে মাতাল অবস্থায় আমাকে বেদম পিটুনি দেয়। কিন্তু আজ আমার দিকে তার ভয়ংকর দৃষ্টি চোখে পড়লো না।

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সের লোকটার চুলগুলো লম্বা। মুখ কালো চুল ও

দাড়িতে একাকার। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছিল। মুখটা ফ্যাকাসে-সাদা। অন্যদের মতো স্বাভাবিক ফর্সা নয়। এটা এমন সাদা যে দেখলে ভয় লাগে। আমার বিছানায় পায়ের উপর পা তুলে বসেছিল সে। তার গায়ের কাপড় ময়লা। মাথার কালো হ্যাট পড়েছিল মেঝেতে পায়ের কাছে। আমরা একে অপরের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলাম। প্যাপ আমাকে আগাগোড়া দেখলো। তারপর বললো, 'দামি কাপড়ে তোমাকে মানিয়েছে বেশ। তুমি তো এখন ভদ্র ছেলে, তাই না?'

'হতে পারি আবার নাও হতে পারি।' আমার কাটাকাটা জবাব।

'আমাকে একটা চুমু খাবে না?' বললো সে। 'শুনেছি তুমি লেখাপড়া শিখেছো। তাহলে তো তুমি তোমার নিজের বাপের চেয়েও ভালো, তাই না? তোমাকে এতো বোকা হতে কে বলেছে বলো?'

আমি প্যাপকে বললাম উইডো ডগলাস আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্র ছেলে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

সে চিৎকার করে বললো, 'উইডো আমার ছেলেকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। যাকগে, টাকাগুলো কোথায় রেখেছো? বের করো।'

আমি তাকে জানালাম জজ থ্যাচারের কাছে টাকাগুলো জমা রেখেছি। কিন্তু সে আমার কথা বিশ্বাস করলো না।

'আমি জজের কাছে যাবো।' রেগে গিয়ে সে বললো, 'টাকা কোথায় আছে তা আমি বের করে ছাড়বো। ওগুলো আমার চাই।'

আমার পকেট হাতড়ে জজের দেয়া টাকাগুলো কেড়ে নিলো প্যাপ। আমি জানতাম সে এখন শহরতলীতে মদ কিনতে যাবে।

পরদিন মাতাল অবস্থায়ই সে জজ থ্যাচারের কাছে গেলো। তারপর

হাকের সব টাকা কেড়ে নিলো প্যাপ

চিৎকার করে হুমকি দিলো। টাকাটা না দিলে সে আইনের আশ্রয় নেবে। জজ ফিরিয়ে দিলে আদালতে যাবে প্যাপ।

হাকলবেরিকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে প্যাপ

৩. মুক্তি

বিচারের কাজ ধীর গতিতে চলছিল। আর তাই প্যাপকে টাকা দেয়ার জন্যে আমাকে প্রায়ই জজ সাহেবের কাছে হাত পাততে হতো। টাকা পেলেই মদের নেশায় ডুবে যেতো প্যাপ।

উইডোর বাড়ির আশেপাশে প্যাপ এতো বেশি ঘুরঘুর করতো যে ভদ্রমহিলা তাকে শাসাতে বাধ্য হলেন। আর এতে সত্যিই ক্ষেপে গেলো প্যাপ। পিছু লেগে থেকে এক গ্রীষ্মে আমাকে ধরে নিয়ে গেলো।

তিন মাইল দূরে ইলিনয়িজ উপত্যকার কাছে এক নদীর ধারে আমাকে টেনে নিয়ে গেলো সে। জায়গাটি জংলা আর নির্জন। বনের মধ্যে দীর্ঘ পথ হাঁটার পর একটা পুরনো কাঠের কেবিন। অনেকদিন আগে ওই বাড়িতে আমরা কিছুদিন কাটিয়েছি। প্যাপ আমাকে জোর করে সেই কেবিনের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

পরবর্তী কয়েকমাস শিকার করে আর মাছ ধরে দিন চলছিল। প্যাপ সব সময়ই আমাকে কেবিনের মধ্যে আটকে রাখতো ; বিশেষ করে যখন সে মাছগুলো বাজারে বিক্রি করতে নিতো তার মদের পয়সা জোগাড় করার জন্যে। মদের বোতল বাসায় এনে গলা পর্যন্ত পান করতো সে। তারপর রাতের বেলা দরজায় তালা মেরে বালিশের নিচে চাবি লুকিয়ে রাখতো। পাশেই থাকতো তার বন্দুকটা।

মাতাল অবস্থায় প্যাপ প্রায়ই তার বেল্ট দিয়ে আমাকে ভীষণ পেটাতো। কখনও কখনও সহ্য করতে পারতাম না। বাইরে যাবার সময় সে আমাকে ভেতরে আটকে রেখে তালা মেরে যেতো যেন পালাতে না পারি। একবার আমাকে আটকে রেখে তিন দিনের জন্যে বাইরে গেলো সে। খুব অসহায় লাগছিলো। ভয়ও পাচ্ছিলাম খুব। মনে হচ্ছিলো প্যাপ পানিতে ডুবে মরে গেছে আর আমি এই ঘর থেকে কোনোদিনই বের হতে পারবো না। কীভাবে মুক্তি পেতে পারি ভাবতে লাগলাম। বারবার চেষ্টা করছিলাম কেবিন থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে কিন্তু সঠিক উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। প্যাপ ছিল শয়তানের হাড্ডি। বাইরে যাবার সময় কখনও আমার হাতের কাছে ছুরি, কাঁচি বা এমন কিছু রাখতো না যা দিয়ে আমি কেটে বের হয়ে আসতে পারি। জানালাগুলো ছিল এতো ছোটো যে তা দিয়ে একটা কুকুরের পক্ষেও মাথা ঢোকানো সম্ভব নয়। পাইপগুলো এতো সরু যে বেয়ে ওঠা যেতো না। আর কেবিনের দরজা ওক গাছের মোটা কাঠের তৈরি।

শেষ পর্যন্ত আমি একটা হাতলভাঙা মরচে পড়া করাত খুঁজে পেলাম। হাতলটা ঠিক করার পর ভাবতে লাগলাম কোথা থেকে কাটা শুরু করবো। কেবিনের অন্য প্রান্তে টেবিলের পিছনে দেয়াল বরাবর ছিল

একটা কম্বল। টেবিলের নিচে গিয়ে আমি কম্বলটা তুলে ফেললাম। তারপর পালানোর পথ বের করতে শুরু করলাম করাত চালানো।

কিন্তু হঠাৎ করে বনের মধ্যে প্যাপের গুলির শব্দ শুনে চমকে উঠলাম আমি। তাড়াহুড়ো করে সবকিছু আগের মতো ঠিকঠাক করে ফেললাম। কম্বলটাকে ঝুলিয়ে দিলাম গর্তের ওপরে। করাতটাকে লুকিয়ে ফেলার

পালানোর পথ বের করতে করাত চালাচ্ছে হাক

কিছুক্ষণ পরই প্যাপ ঘরে ঢুকলো।

প্যাপের চেহারা ছিল বরাবরের মতোই। চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ। সে শহরতলীতে গিয়েছিল আর সেখানে সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে। উকিল বলেছে বিচারের রায় পেতে অনেক সময় লাগবে। আর রায় ঘোষণার আগে একটা পয়সাও সে পাবে না।

প্যাপ গুলি করে দিলো লোকটাকে

ইতোমধ্যে উইগো ডগলাস আমাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছিলেন। প্যাপের গতিবিধি লক্ষ রাখার জন্য একজন গুপ্তচরও পাঠিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য লোকটার, প্যাপ তাকে গুলি করে দিয়েছে। এরপর হুমকি দিয়েছে এমন এক জায়গায় সে আমাকে লুকিয়ে রাখবে যার খোঁজ কেউ পাবে না। তাই আমার মনে হলো প্যাপ এবং উইডো আমাকে খোঁজাখুঁজি থেকে বিরত থাকলেই আমার জন্যে ভালো।

রাতের খাওয়া শেষ হলে আমাকে আটকে রেখে শহরে চলে গেলো প্যাপ। আমি বুঝে গিয়েছিলাম রাতে সে আর ফিরবে না। তাই আমি তার চলে যাবার অপেক্ষায় ছিলাম। চলে যাওয়ামাত্র করাতটাকে আবার বের করলাম। সে নদী পার হয়েছে কী হয়নি তার আগেই আমার কাজ শেষ হয়ে গেলো। আমি বেরিয়ে এলাম বাইরে।

নদীর পাড়ে একটা ছোটো নৌকা বাঁধা থাকতো। আমি খাবার, চিনি আরকফি নিয়ে চলে এলাম নদীর পাড়ে। ছোটো নৌকাটাতে তুললাম ম্যাচ, টিনের কাপ আর কয়েকটা চাদর। তারপর কেবিনে ফিরে আমার পালিয়ে আসার চিহ্নগুলো ঢেকে ফেললাম।

লুকানো জায়গা থেকে প্যাপের শটগানটাকে সরিয়ে ফেলা ছিল আমার পরিকল্পনার অংশ। মূল পরিকল্পনা হচ্ছে একটা খুন হওয়ার দৃশ্য তৈরি করা। এরপর বনে গিয়ে একটা শুকর মেরে নিয়ে এলাম। প্যাপের কুড়ালটাকে খুঁজে কেবিনের দরজা কেটে ফেললাম আমি। তারপর শুকরটাকে ভেতরে এনে গলা কেটে ফেললাম। এরপর এমনভাবে ওটাকে টেনে নিয়ে চললাম যাতে রক্তের ছাপ দেখে বোঝা যায় কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এরপর আমি আমার কয়েক গোছা চুল টেনে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিলাম আর কুড়ালটাকে রাখলাম দরজার গোড়ায়। পুরো ব্যাপারটাকে মনে হবে যেন কেউ এসে দরোজা কেটে ঘরে ঢুকেছে আর আমাকে খুন করে টেনে বাইরে নিয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যা নামার পর ছোট্ট নৌকাটায় চড়ে কিছুক্ষণ ভেসে বেড়ালাম। উইলো গাছের নিচে বসে অপেক্ষা করছিলাম চাঁদের আলো ফোটার জন্যে। কয়েক টুকরো খাবার মুখে দিয়ে আমি নৌকার পাটাতনে টানটান হয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম কী করা যায়। আমি জানতাম শহরের লোকগুলো এসে আমার লাশটাকে নদীতে খোঁজাখুঁজি করবে এবং কিছু না পেয়ে হতাশ হবে। এরপর তারা কেবিন ভেঙে ফেলা সেই ডাকাতদের খোঁজে বের হবে। কিন্তু এখন আমার যা প্রয়োজন তা হলো লুকানোর জন্যে

খুন হওয়ার দৃশ্য তৈরি করছে হাক

নিরাপদ কোনো জায়গা। ঠিক করে ফেললাম জ্যাকসন্স দ্বীপে গিয়ে লুকাবো। পালানোর জন্যে ওর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না।

চাঁদ ওঠার পর নৌকাটা ছেড়ে দিলাম আমি। দ্রুত পালিয়ে যেতে হবে। দ্বীপটাতে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগলো না। দ্বীপে নামার পর নৌকাটা বেঁধে ফেললাম আর খুঁজতে লাগলাম দ্বীপের খুব ভেতরের কোনো

পালাচ্ছে হাক

জায়গা। দ্বীপটা থেকে শহরও খুব বেশি দূরে নয়। মাত্র তিন মাইল। শহরের বাতিগুলোর প্রতিবিম্ব নদীর পানিতে ঝিলমিল করছিল। চোখ বন্ধ করলেই বিধবা ডগলাসের মুখটা আমার সামনে ভেসে উঠতো। আকাশে প্রভাতের রেখা ফুটলো আমি নেমে গেলাম কূলে।

৪. জিম-এর সন্ধান লাভ

ঘুম ভাঙতেই দেখি সূর্য অনেক দূর উঠে গেছে। আটটার মতো বাজে। একটা গাছের নিচে নরম ঘাসের ওপর আরাম করে শুয়েছিলাম। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের ঝিলিক এসে পড়ছিলো আমার চোখেমুখে। একটা পরিপূর্ণ বিশ্রাম শেষ হলো। একজোড়া কাঠবেড়ালি কাছেই একটা গাছের ডালে বসে আমার দিকে পিটপিট করে মায়াভরা চোখে তাকাচ্ছিলো।

নদীতে একটা ফেরিবোট চোখে পড়লো

খুব অলস লাগছিলো। উঠতে ইচ্ছে করছিলো না। নাস্তাও তৈরি করতে ইচ্ছে করছিলো না। তাই আবারও ঘুম দেবার আয়োজন করছি এই সময় হঠাৎ আমার কানে এলো একটা কামানের শব্দ। শব্দটা আসছিলে নদীর দিক থেকে। উঠে কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে বসলাম। খানিক পরে একই শব্দ আবার কানে এলো। এক লাফে উঠে বসে আমি ছুট লাগালাম নদীর দিকে। লোকভর্তি একটি ফেরিবোট দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ

ব্যাপারটা মাথায় এলো আমার। ওরা নিশ্চয়ই আমার মৃতদেহের সন্ধানে এসেছে। কামান দাগালে নদীতে ডুবে যাওয়া লাশ ভেসে ওঠার যে বিশ্বাস তাদের আছে, সেই বিশ্বাসেই তারা এটা করছে। তাদের ধারণা আমার ডুবে যাওয়া লাশও ভেসে উঠবে। সেই আশায় আমার মৃতদেহের সন্ধানে এসেছে।

ঝোপের আড়ালে লুকিয়েই আমি কামানের ধোঁয়া দেখছিলাম। গুলির শব্দও কানে আসছিলো। দেখতে দেখতে ফেরিটা আমার খুব কাছে চলে এলো। ফেরির বেশিরভাগ লোকই আমার চেনা। দেখলাম প্যাপ, জজ থ্যাচার, জো হারপার, টম সয়ার এবং আরো অনেককে। তারা সবাই আমার খুন হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করছে। হঠাৎ ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠলো, 'ঐ দিকে দেখো। ওখানে স্রোত পাক খেয়েছে আর মনে হয় সে তীরের দিকে কোথাও আটকে গেছে।'

সবাই কৌতূহলী চোখে রেলিং ধরে ঝুঁকে তাকালো। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেল না। ফিরে গেলো শহরে।

আর কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। আমার খোঁজে আর কেউ কখনো আসবে না। ডিঙি থেকে আমার মালপত্র নিয়ে এসে গভীর বনের মধ্যে একটি চমৎকার ক্যাম্প তৈরি করে ফেললাম। চাদর দিয়ে টাঙিয়ে দিলাম তাঁবু। বৃষ্টির পানিতে ভেজার কোনো ভয় নেই। এরপর একটা মাগুর মাছ ধরে আনলাম নদী থেকে। মাছটাকে আগুনে পুড়িয়ে চমৎকার রোস্ট করে ফেললাম।

অন্ধকার নামার পর তাঁবুর আগুনের পাশে বসে পাইপ টানতে বেশ ভালো লাগছিলো। খানিক পর খুব একা লাগতে শুরু করলো আমার। আকাশের দিকে তাকিয়ে জ্বলজ্বলে তারাগুলো গুণতে গুণতে চোখে ঘুম নেমে এলো।

তিনদিন তিনরাত কেটে গেলো। কোনো পরিবর্তন নেই। চতুর্থ দিন দ্বীপটাকে ঘুরে দেখতে বের হলাম। যেন আমিই দ্বীপটার মালিক। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়লো কিছু গরম ছাই আর তা থেকে খানিকটা ধোঁয়া বের হচ্ছে। ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠলো। এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। চুপিসারে যত দ্রুত সম্ভব ফিরে এলাম তাঁবুতে। প্রতিটি মুহূর্ত চারপাশে তাকিয়ে দেখছিলাম কাউকে চোখে পড়ে কি-না।

হাকের মৃতদেহের সন্ধান করছে ওরা

তাঁবুতে ফিরে এসে সাথে সাথে আমি আগুন নিভিয়ে ফেললাম। সবকিছু গুছিয়ে একপাশে লুকিয়ে রেখে উঠে পড়লাম উঁচু একটা গাছের ডালে। ঘণ্টা দুয়েকের মতো গাছের ডালে লুকিয়ে থেকেও কাউকে চোখে পড়লো না। কিন্তু আমি তো আর সারাজীবন গাছের ডালে লুকিয়ে থাকতে পারবো না। নেমে এলাম। ততক্ষণে অন্ধকার নেমে এসেছে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ

করছিলো। কিন্তু আগুন জ্বালিয়ে যে খাবার তৈরি করবো সে সাহস হলো না। শেষমেষ না খেয়েই শুয়ে পড়লাম।

ভালো ঘুম হলো না। হবার কথাও নয়। সব সময় দুশ্চিন্তা হচ্ছিলো। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম এভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, আমাকে বের হতে হবে। দেখতে হবে এই দ্বীপের কোথাও আর কেউ আছে কি-না। থাকলে তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

মিস ওয়াটসনের ক্রীতদাস জিম !

আমি বের হলাম। বনের মধ্যে ঘন গাছের ফাঁকে চোখ রেখে হাঁটছিলাম। হঠাৎ একটা গাছের নিচে আগুনের ফুলকি চোখে পড়লো। আমি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম। খানিক পরেই চোখে পড়লো একটা লোক আগুনের পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। তার সারা শরীর কম্বলে ঢাকা। লোকটার মাথা ঠিক আগুনের পাশে। কিছুক্ষণ পরেই লোকটা দু'হাত ছুড়ে হাঁই তুলতে শুরু করলো। তারপর গা থেকে কম্বল সরিয়ে উঠে বসলো।

লোকটা আর কেউ নয়, জিম। মিস ওয়াটসনের ক্রীতদাস। সে সময়

মিসৌরিতে ক্রীতদাস রাখায় আইনের বাধা ছিলো না। বিধবার বাড়িতে বাস করার সময় জিমের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো। এই নির্জন দ্বীপে জিমকে খুঁজে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগলো।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আমি বললাম, 'আরে জিম! তুমি এখানে!'

ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকালো জিম। তারপর হাঁটু গেড়ে মাটিতে ধপাস করে বসে বললো, 'প্লিজ, আমাকে মেরো না। আমি কোনোদিন কোনো ভূতের ক্ষতি করিনি। মৃত মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি। তুমি নদীর পানিতে ফিরে যাও।'

জিমকে অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পারলাম যে আমি ভূত নই আর মরেও যাইনি। ওকে পেয়ে আমার আনন্দের শেষ ছিলো না। আমার নিঃসঙ্গতা কেটে গেলো। জিমের সাথে সারাক্ষণ গল্প করে কাটালাম। আমার সব ঘটনা তাকে খুলে বলি। জিম ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা কথাও বলে না। শেষ পর্যন্ত আমরা দুজন ঘাটে বাঁধা ডিঙিটার কাছে ফিরে যাই। জিম খোলা মাঠে ঘাসের ওপর আগুন জ্বালালে আমি নৌকা থেকে নিয়ে এলাম কিছু খাবার, কফি, বেকন আর চিনি। আমরা নাস্তা তৈরি করে ঘাসের ওপর বসেই আরাম করে খেয়ে নিলাম। জিম গোগ্রাসে খাচ্ছিলো। ও ছিলো ভীষণ ক্ষুধার্ত। পেট পুরে খেয়ে বললো, 'তাহলে শোনো হাক, আমি কেন এখানে এসেছি। তবে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, এ কথা তুমি কোনোদিন কাউকে বলতে পারবে না।'

আমি প্রতিজ্ঞা করার পর জিম তার কাহিনী বলতে শুরু করলো।

'শোনো হাক, আমাকে পালিয়ে আসতে হয়েছিলো। মিস ওয়াটসন খুব শয়তান মহিলা। আমাকে সব সময় অত্যাচার করতো। এক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল হতে পারতাম না। সে সব সময়ই বলতো আমাকে সে কখনো নিউ অরলিন্সে বিক্রি করে দেবে না। কিন্তু লক্ষ করলাম দাস ব্যবসায়ীরা ঘনঘন তার বাড়িতে যাওয়া আসা করতে শুরু করেছে। আমি

'আমাকে মেরো না।'

চিন্তায় পড়ে গেলাম। এক রাতে চুপিসারে ঘরে ঢুকছি, হঠাৎ শুনি মিস ওয়াটসন উইডোকে বলছে, নিউ অরলিন্সে আমাকে বিক্রি করে দেয়া হবে আটশ' ডলারের বিনিময়ে। টাকাটার লোভ সামলাতে পারছিলো না সে। উইডো তাকে কিছু বলতে যাচ্ছিলো কিন্তু সে কথা শোনার মতো মনের অবস্থা আমার তখন ছিলো না। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিলো।'

হাককে পালানোর কাহিনী বলছে জিম।

তারপর কয়েক সপ্তাহ থেকেই পালিয়ে আছে জিম। পালানোর কাহিনীটা আমাকে বলতে পেরে স্বস্তি পেল ও। আমাদের দুজনেরই একজন আরেকজনের সঙ্গী হতে পেরে ভালো লাগলো। দুজন মিলে দুপুরের খাবারের জন্য মাছ ধরতে চলে গেলাম নদীতে।

মানুষের সমান এক মাগুর মাছ উঠে এলো বড়শিতে

৫. মহিলা সাহায্য করলো হাককে

বেশ কিছু দিন এভাবেই কাটলো। নদী ফুলে-ফেপে তীর ছাপিয়ে পড়লো পানি। আবার নেমে গেলো। মাছ ধরার এটাই ছিলো উপযুক্ত সময়। বড় একটা বড়শিতে একটা ছোট্ট খরগোশ গেঁথে দিয়ে ফেলে দিলাম নদীতে। কিছুক্ষণ পর বড়শিতে উঠে এল মানুষের সমান এক মাগুর মাছ। ছয় ফুট

দুই ইঞ্চি লম্বা মাছটার ওজন দু'শ পাউন্ড। মনে হয় মিসিসিপি নদীতে এর চেয়ে বড় মাছ আর কখনও ধরা পড়েনি।

জিম বললো এর চেয়ে বড় মাছ সে জীবনে কোনোদিন দেখেনি। আমরা মাছটাকে কোনোভাবেই বাগে আনতে পারছিলাম না। প্রচুর শক্তিধর মাছটা আমাদের দুজনকে পানিতে নামিয়ে ছাড়লো। আমরা শুধু অপেক্ষা করছিলাম মাছটা কতক্ষণে ক্লান্ত হয়!

মাছটাকে কাটতে বসলো জিম। পেটের মধ্যে পাওয়া গেলো একটি বোতাম, গোল একটা বল আর প্রচুর ময়লা-আবর্জনা। বলটাকে কাটার পর দেখলাম ভেতরে একটা কাঠিম। আর দীর্ঘদিন কাঠিমটার ওপরে আস্তরণ পরে বলটা তৈরি হয়েছে।

বাজারে এমন একটা মাছের দাম অনেক। এর বরফের মতো সাদা মাংস পাউন্ডে বিক্রি হতো আর এটায় হতো দারুণ ফিশ-ফ্রাই। এখন বিশাল এই মাছের পুরোটাই আমাদের।

পরদিন সকালে জীবনটাকে আবার একঘেঁয়ে মনে হতে শুরু করলো। ভাবছিলাম কিছু একটা করা দরকার যাতে চাঙা হয়ে উঠতে পারি। ঠিক করে ফেললাম নদীটা পার হয়ে যাবো। শহরে কী হচ্ছে জানা দরকার। পরিকল্পনাটা জিমেরও পছন্দ হলো। তবে তার পরামর্শ হচ্ছে আমার যাওয়া উচিৎ সন্ধ্যা নামার পর, অন্ধকারে এবং খুব সাবধানে।

কিছুক্ষণ ভাবলো জিম। তারপর আরো চমৎকার একটা পরিকল্পনার কথা বললো। কিছুদিন আগে নদীতে জোয়ারের সাথে একটা ভাঙা ঘরের কিছু অংশ ভেসে আসে। জিম সেই ভাঙা ঘরের কিছু কিছু জিনিস সংগ্রহ করে রেখেছিলো। সেগুলোর মধ্যে ছিলো একটা মেয়ের পোশাক ও একটা সানবনেট। সানবনেট হচ্ছে মুখ ও গলা রোদের আড়ালে রাখার জন্যে এক ধরনের টুপি। জিমের ধারণা আমি মেয়ের ছদ্মবেশ ধরলে সেটাই হবে সবচেয়ে নিরাপদ। আমিও একমত হলাম। ট্রাউজারটাকে হাঁটু পর্যন্ত

মাগুর মাছটাকে কাটছে জিম !

গুটিয়ে মেয়েলি পোশাকটা পরে ফেললাম। জিম পিঠের হুক লাগিয়ে দিলো। মেয়ের জামাটা আমার গায়ে দারুণ ফিট হলো। এবার সানবনেটটাকে পরে চিবুকের নিচে ফিতে বাঁধলাম। পুরোপুরি মেয়ের ছদ্মবেশ।

জিম বললো যে দিনের বেলাতেও আমাকে এ পোশাকে কেউ চিনতে পারবে না। এ পোশাকে স্বচ্ছন্দে হাঁটার জন্যে আমি বারবার চর্চা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ চর্চা করার পর সহজ হয়ে গেলো আমার কাছে। কিন্তু জিম বললো আমার হাঁটার কৌশল মেয়েদের মতো হচ্ছে না। আমাকে কাপড় না গুটিয়ে হাঁটার পরামর্শ দিলো। ব্যাপারটা সহজেই আয়ত্তে চলে এলো আমার।

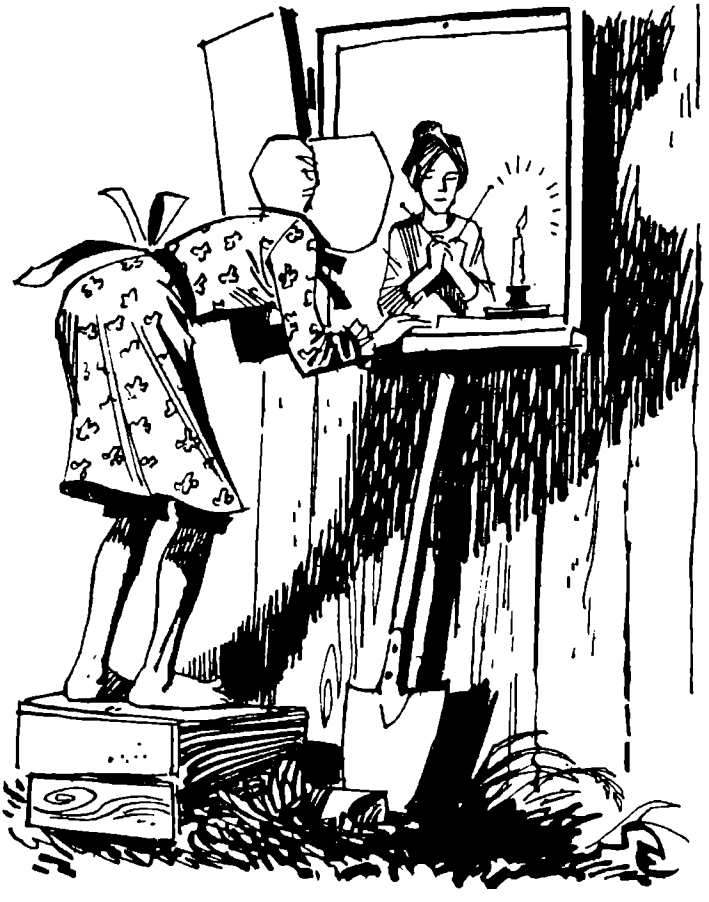

জানালায় উঁকি দিলো ছদ্মবেশী হাকু

শেষ বিকেলে নৌকা ছাড়লাম আমি। শহরে ফেরিঘাটের কাছে বেঁধে রাখলাম ডিঙিটাকে। তারপর নদীর তীর ধরে হেঁটে চললাম বস্তি এলাকার দিকে। একটা ঘরের জানালায় মোমবাতি জ্বলতে দেখে এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিলাম আমি।

মহিলার বয়স চল্লিশের মতো হবে। জানালার পাশে বসে উল বুনছে। শহরে বোধ হয় এই মহিলা নতুন এসেছে। কারণ তার চেহারাটা আমার

হাকক ভেতরে আসতে বললো মহিলা

কাছে অচেনা। শহরে এমন কোনো মুখ ছিলো না যেটা আমার অপরিচিত। ব্যাপারটা আমার জন্যে ভালো হয়েছে। সে যেহেতু নতুন, আমার চেহারাটাও তার কাছে অচেনা। আমি যা জানতে এসেছি সব সহজেই জেনে নিতে পারবো।

দরজায় শব্দ করলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমি মেয়ের ছদ্মবেশ ধরেছি। মহিলা হেসে বললো, 'ভেতরে এসো। তোমার নামটা যেন কী?'

খানিকটা উঁচু গলায় বললাম, 'সারা উইলিয়ামস্।'

'তুমি কোথায় থাকো? আশেপাশেই?'

'না ম্যাডাম। হুকারভিলে। নদী থেকে সাত মাইল দূরে । পুরো পথটাই আমি হেঁটে এসেছি। হাঁটতে হাঁটতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

মাহিলা হাসলো, 'খিদেও পেয়েছে নিশ্চয়ই।'

'না ম্যাডাম। মাইল দুয়েক দূরে একটা জায়গায় কিছু খেয়ে নিয়েছি। এখন আমার খিদে নেই। আমার মা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার কাছে টাকা-পয়সা কিছুই নেই। আমি আমার চাচা আবনের মুরকে খবরটা দিতে এসেছি। সে থাকে শহরের অন্য মাথায়। যদি আপনার কোনো সমস্যা না থাকে আমি এখানে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চাই।'

মহিলার মন নরম হলো। বললো আমাকে এত দূর পথ একা একা হেঁটে যেতে দেবে না। তার স্বামী কিছুক্ষণ পর বাসায় আসবে। সে আমাকে আমার চাচার কাছে পৌঁছে দেবে। তারপর মহিলা সারাক্ষণ তার নিজের গল্প করে চললো, তার স্বামীর গল্প, তাদের পরিবারের গল্প, তারা কেমন আছে সেসব গল্প। এক পর্যায়ে মনে হলো শহরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে খোঁজ নিতে এখানে আসাটা আমার ঠিক হয়নি। কারণ আমি শুধু মহিলার, তার স্বামীর আর তার পরিবারের গল্প ছাড়া আর কিছুই জানতে পারছি না।

কিছুক্ষণ পরই প্যাপ আর খুনের কাহিনী বললো মহিলা। বললো টমের কথা, প্যাপের কথা, বারো হাজার ডলারের কথা, *হাকের* দুর্ভাগ্যের কথা। তারপর *হাকের* খুনের ঘটনাটাও সে বলতে শুরু করলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কাজটা কে করতে পারে?'

'সম্ভবত বুড়ো ফিনটা, হাকের বাবা। প্রথম দিকে সবাই এটাই ধরে নিয়েছিলো। কিন্তু রাত নামার আগেই মানুষের ধারণা পাল্টে গেলো এবং ধরে নিলো এটা পলাতক ক্রীতদাস জিম-এর কাজ।

প্যাপ আর হুপের কাহিনী বলল মহিলা

'কেন সে....?' বলতে গিয়েও থেমে গেলাম আমি। আমার চুপ করে থাকা উচিৎ। আমি যে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, ভাগ্যিস মহিলা সেটা খেয়াল করেনি।

'যে রাতে হাক খুন হয়েছে সে রাত থেকেই জিম পলাতক। তাকে ধরার জন্যে তিনশ' ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্যাপ-এর জন্য ঘোষণা করা হয়েছে দুশ' ডলার।

মাতাল প্যাপ

'দেখো, হাক যেদিন খুন হয় তার পরদিন সকালে মাতাল প্যাপকে শহরে দেখা যায় আর সে তার কেবিনে কী কী পেয়েছে তার ফিরিস্তি দেয়। ফেরিবোটে শহরের লোকগুলোর সাথে সেও গেলো। আর রাতের আগেই তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে জানতে পেরেই সে পালিয়ে গেলো। আর তার কোনো পাত্তা নেই। পরদিন দেখা গেলো ক্রীতদাসটাও লাপাত্তা।

আর সব দোষ গিয়ে পড়লো ক্রীতদাসটার ঘাড়ে।

পরদিন বুড়ো ফিন জজ থ্যাচারের কাছে গেলো ক্রীতদাসের সন্ধান দেবে বলে টাকা নিতে। জজের কাছ থেকে কিছু টাকা পেয়ে সেই সন্ধ্যায় মদের নেশায় ডুবলো বুড়ো। মধ্য রাত পর্যন্ত তাকে কয়েকজন খারাপ চেহারার অচেনা ছেলের সাথে দেখা গিয়েছিলো শহরে।

সেই রাতের পর থেকে তাকে আর শহরে দেখা যায়নি। শহরের লোকজন এখন ভাবছে সে তার নিজের ছেলেকে খুন করেছে আর এমন অবস্থা সাজিয়ে রেখেছে যাতে মনে হয় ছেলেটাকে ডাকাতরা খুন করেছে। আর এতে হাকের টাকাগুলো পাবার রাস্তা তার সহজ হয়ে যাবে। তাকে অপরাধী ভাবার কোনো সুযোগ সে রাখেনি। এক বছরের মধ্যে সে ফিরে না এলে নিজেকে পুরোপুরি বিপদমুক্ত করতে পারবে।' একদমে বললো মহিলা।

'তাহলে কী সবাই নিশ্চিত ধরে নিয়েছে ক্রীতদাসটাই হাককে খুন করেছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'না সবাই নয়, কেউ কেউ, এই যেমন আমি। আমি অবশ্য জানি ক্রীতদাসটা কোথায় লুকিয়ে আছে।'

এরপর মহিলা বলতে শুরু করলো সে কখন কীভাবে জ্যাকসন্স দ্বীপ থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেছিলো। সে জানতো দ্বীপটাতে কেউ থাকে না। যেহেতু সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে তার মানে সেখানে মানুষ আছে। আর সেই মানুষটা পলাতক ক্রীতদাস ছাড়া আর কেউ না। লুকিয়ে থাকার জন্যে সে ওই জায়গাটা বেছে নিয়েছে। তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে তিনশ' ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। আমি আমার স্বামীকে তার খোঁজে দ্বীপে পাঠিয়েছি।

কথাটা শোনার সাথে সাথে যেন আমার মাথায় বাজ পড়লো। বলছে কী! জিমকে খুঁজে বের করার জন্যে লোক পাঠিয়েছে!

জ্যাকসন দ্বীপে ধোঁয়া উঠতে দেখছে মহিলা

আমি স্থির বসে থাকতে পারছিলাম না। অপ্রস্তুত ভাব কাটাতে সুঁই-সুতা নিয়ে মহিলার কাজে লেগে গেলাম। মহিলার কথা শেষ হলে আমি তার দিকে তাকালাম। আমার দিকে সে বেশ কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। হাসিটা রহস্যজনক। খানিক পরে সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নামটা যেন কী বলেছিলে?'

সুঁই-সুতো নিয়ে মহিলার কাজে লেগে গেলো হাক

আমার মুখে কথা আটকে গেলো, 'মে...মেরি উইলিয়ামস্।'

'তাই না! আমার মনে হচ্ছিলো তুমি প্রথমবার সারা উইলিয়ামস্ বলেছিলে।'

'হ্যাঁ, তাই। সারা মেরি উইলিয়ামস্। আমার নামের প্রথম অংশ সারা। কেউ কেউ অবশ্য আমাকে মেরি বলেও ডাকে।' চটপটে গলায় জবাব দিলাম।

আমি দ্রুত এখান থেকে সটকে পড়তে চাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পরই সে ভেতরে গেলো এবং একটা সুতার ডিব্বা নিয়ে ফিরে এলো। মহিলা চাচ্ছিলো আমি তাকে সাহায্য করি।

আমি দু'হাত উঁচু করে ধরলাম। সে আমার দু'হাত ঘিরে সুতো জড়িয়ে একটা গোলাকার ডিব্বা বানাতে লাগলো। কাজের ফাঁকে সে সারাক্ষণ বকবক করছিলো! কিন্তু আমার দৃষ্টি তখন ঘরের কোণে। সেখানে একটা গর্তে দুটো ইঁদুর মুখ বের করে উঁকি দিচ্ছি।

হঠাৎ মহিলা থেমে গিয়ে বললো, 'নিজের কাজে মন দাও, মেয়ে।'

তখনই সে সুতোর চাকাটাকে আমার কোলের ওপর ফেলে দিলো। আর আমি সাথে সাথে ওটাকে আটকাতে দু'পা একত্র করলাম। মহিলা আমার সুতো আটকানোর দৃশ্যটা দেখলো। তারপর সরাসরি তাকালো আমার চোখের দিকে।

'এবার সত্যি করে বলতো, তোমার আসল নামটা কী? বিল, টম না বব? আমি কিন্তু জানি তুমি মেয়ে নও, ছেলে।'

আমি না শোনার ভান করলাম কিন্তু কাজ হলো না। সে বললো যেভাবে আমি সুতোর বলটাকে আটকেছি এবং যেভাবে আমি দু'পা একত্রিত করেছি সেভাবে কোনো মেয়ে করবে না।

আমি বুঝতে পারলাম ভান ধরে লাভ নেই। তারচেয়ে বরং একট গল্প ফাঁদার চেষ্টা করি। বোঝাতে চেষ্টা করলাম আমি একজন এতিম। এক নিষ্ঠুর বুড়োর হাতে আমাকে দেয়া হয়েছে। তার অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে আমি পালিয়ে এসেছি। তার মেয়ের ঘরে ঢুকে এই পোশাকটা চুরি করে পরেছি যাতে পালানোর সময় ধরা না পড়ে যাই।

আমি বললাম, 'সত্যি সত্যি এই শহরে আমার একজন চাচা আছে। আমি চেষ্টা করছি তাকে খুঁজে বের করতে।'

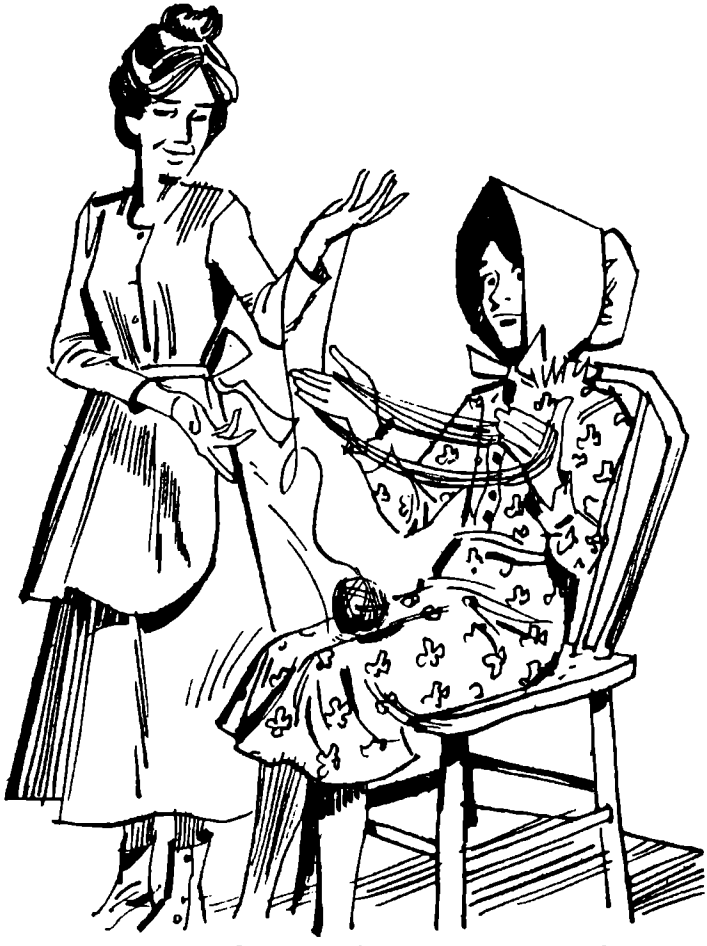

সুতার চাকাটাকে হুকের কোলে ফেলে দিলো মহিলা

যাহোক সে আমার কথা বিশ্বাস করে নিলো আর আমার জন্যে কিছু খাবার আনলো। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত আমি ডিঙির কাছে চলে এলাম। তারপর চোখের পলকে সেখান থেকে কেটে পড়লাম।

দ্বীপে ফিরে এসে এক মিনিটও অপেক্ষা করিনি আমি। মহিলার কথা মনে পড়তেই বিচলিত হয়ে পড়লাম। মহিলা বলেছে তার স্বামী জিমের খোঁজে

হাকের জন্যে খাবার আনলো মহিলা

দ্বীপে এসেছে। ডিঙি থেকে নেমে এক দৌড়ে ছুটে গেলাম আমাদের ক্যাম্পে।

আমি চিৎকার করে ডেকে তুললাম জিমকে, 'জিম ওঠো! সর্বনাশ হয়েছে। একটা মুহূর্তও নষ্ট করা যাবে না। ওরা তোমাকে খুঁজছে।'

জিম যেন থ' হয়ে গেছে। পরবর্তী আধঘন্টায় তার দিকে তাকাতেই বোঝা

জিম ওঠো। সর্বনাশ হয়েছে।'

যাচ্ছিলো সে কতটা ভীত হয়ে পড়েছে।

ভেলায় আমাদের যাবতীয় জিনিসপত্র তুলে ফেললাম। উইলো গাছের আড়াল থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আমি তীর থেকে ডিঙি ভাসিয়ে ভেলার সাথে বেঁধে ফেললাম। তারপর কখন যে তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে টেরই পাইনি।

গাছের ডালপালা দিয়ে ভেলাটাকে ঢেকে ফেলছে ওরা

৬. ডাকাতের দল ডুবন্ত জাহাজে

দ্বীপে পৌঁছতে একটার মতো বেজে গেলো। ভেলাটা ধীরে ধীরে চলছিলো। দিনের প্রথম আলো ফোটার সময় ভেলাটাকে ইলিনয়িজ সাইডে একটি পাথরের সাথে বেঁধে ফেললাম। আর ভেলাটাকে ঢেকে ফেললাম গাছের ডালপালা দিয়ে। আমরা কোনোভাবেই চাচ্ছিলাম না

কেউ আমাদের দেখে ফেলুক। নদীর তীরেই সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটলো। তারপর নৌকা নামিয়ে দিলাম বিশাল নদীতে।

চারদিন ধরে একই ভাবে কাজটা করতে হলো। দিনের বেলা লুকিয়ে থেকে সন্ধ্যার পরে ভেলা ভাসাতাম নদীতে। নদীর তীর এবং কালো পাহাড়ের উপরে স্থাপিত শহরগুলোকে মনে হতো অন্ধকারে জ্বলজ্বল করা আলোর বিছানা।

পঞ্চম রাতে ভেলা ভাসিয়ে সেন্ট লুইস শহর পার হলাম আমরা। মনে হচ্ছিলো সারা পৃথিবী জ্বলজ্বল করছে। আমি সেন্ট লুইস শহরের কথা আগেও শুনেছি কিন্তু কোনো শহর এতো বড় আর এতো সুন্দর হতে পারে ভাবিনি।

প্রত্যেক রাতেই দশটা পর্যন্ত তীরে হাঁটাহাঁটি করতাম। তারপর দশ পনের সেন্ট মূল্যের কোন খাবার কিনে নিয়ে আসতাম।

দিনের আলো ফোটার আগে শস্যক্ষেতে গিয়ে তরমুজ, লাউ কিংবা কোনো সবজি তুলে নিয়ে আসতাম। প্যাপ বলতো ফেরত দেবার ইচ্ছে নিয়ে কোন কিছু তুলে নেয়া অন্যায় নয়। সেন্ট লুইসে পঞ্চম রাতের মাঝামাঝি বিরাট ঝড়ের কবলে পড়লাম আমরা। সেই সাথে মুহুর্মুহু বজ্রপাত।

আমরা ভেলার মধ্যে তাঁবুর নিচে ঢুকে কোন রকমে লুকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে চোখে পড়লো পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেয়ে একটা জাহাজ ডুবে যাচ্ছে নদীতে। জাহাজের দিকে সরাসরি ভেলা চালালাম আমরা।

বিদ্যুতের ঝলকানির সময় জাহাজটাকে স্পষ্ট দেখা গেল। জাহাজের অর্ধেক অংশ ইতোমধ্যে পানিতে তলিয়ে গেছে। যেহেতু মধ্যরাত আর প্রচন্ড ঝড়, আমার বয়সের অন্যান্য ছেলেদের মতোই আমারও ভীষণ

শস্যক্ষেত থেকে তরমুজ সংগ্রহ করছে হাক

উত্তেজনা হচ্ছিলো। ইচ্ছে করছিলো ঝড়ো হাওয়ায় ডুবন্ত জাহাজে উঠে এ্যাডভেঞ্চারের মজা নিতে।

কাজটা জিম কিছুতেই আমাকে করতে দেবে না। জাহাজে ওঠা মানে মৃত্যু ডেকে আনা। কিন্তু আমি তাকে বোঝালাম যে, আমাদেরকে এটা করতেই হবে।

জাহাজের ডেকে ওঠা কোন ব্যাপারই না। এক লাফে উঠে গেলাম আমি।

ভেতরে ঢুকেছি হঠাৎ একটা চিৎকার কানে এলো, 'আমাকে মেরে ফেল না, আমি আর কখনও এ কাজ করবো না।'

উত্তরে আরেকটি গলা বললো, 'তুমি মিথ্যেবাদী, বিল টার্নার। তুমি সব সময়ই লুটের টাকা ভাগের চেয়ে বেশি দাবি করতে। তুমি ইতর, মিথ্যাবাদী কুকুর।'

জিমের দিকে ঘুরে তাকাতেই দেখি ও চলে গেছে সোজা ভেলায়। আমার

প্রাণভিক্ষা চাচ্ছে অসহায় লোকটা

খুব কৌতূহল হচ্ছিলো। আমি হাঁটু এবং পায়ের উপর ভর করে অন্ধকার প্যাসেজে বসে পড়লাম। চেষ্টা করছিলাম ওদের কথা শুনতে। একটা খোলা দরোজা পেয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। একজন হাত-পা বাঁধা লোককে টেনে-হিঁচড়ে বের করা হচ্ছে। তার দু'পাশে দু'জন লোক। লোকটার মাথায় পিস্তল তাক করে আছে একজন।

অসহায় লোকটা প্রাণভিক্ষা চাচ্ছে কিন্তু লোকদুটো মোটেও সদয় হচ্ছে

'কান পেতে শুনলাম ওরা কী বলছে'

না। দু'জনের একজনের নাম প্যাকার্ড। শেষ পর্যন্ত প্যাকার্ড তার সঙ্গীকে বললো সে লোকটাকে মারতে চায় না। তার মাথায় নতুন একটা পরিকল্পনা এসেছে। সেটা বলার জন্যে ওদের নিরিবিলি জায়গা দরকার। লোকদুটো পাশের রুমে ঢুকলো। দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে আমিও অন্ধকারে এগিয়ে গেলাম। কান পেতে শুনলাম ওরা কী বলছে। প্যাকার্ড বললো, 'আমরা জাহাজের ভেতরে যেসব মালপত্র এখনও লুট করিনি

সেগুলো সব তুলে নিয়ে পাড়ে কোথাও লুকিয়ে রেখে আসবো। জাহাজটা নদীগর্ভে বিলীন হতে দু'ঘন্টার বেশি সময় লাগবে না। লোকটা এখানে ডুবে মরবে অথচ আমরা তার খুনী হবো না। নিজের হাতে তাকে মারার চেয়ে এটা কি ভালো নয়?'

প্যাকার্ডের সঙ্গী রাজি হলো এবং লুটের সব মালপত্র নিয়ে জড়ো করলো জাহাজের সাথে বাঁধা নৌকায়। আমার গায়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি আমাদের ভেলার দিকে এগিয়ে গেলাম কিন্তু অন্ধকারে কিছু একটার সাথে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়লাম ডেকের উপর। উঠে দেখি জিম মরার মতো শুয়ে আছে।

'ওঠো জিম, এটা মোটেই ঘুমের ভান করার সময় নয়। এই জাহাজে একদল ডাকাত আছে। আমরা যদি ওদের নৌকা খুঁজে না পাই আর ওটা নিয়ে কেটে পড়তে না পারি তাহলে ওরা আমাদের ধরে ফেলবে। খুঁজে দেখো ওদের নৌকা কোথায়। তাড়াতাড়ি কর। তুমি দেখো আমাদের ভেলা ...'

মাথায় হাত দিলো জিম, রেলিঙে ঝুঁকে তাকিয়ে দেখলো ভেলাটা কোথাও নেই। দড়ি খুলে যাওয়ায় ভেসে গেছে।

আমার দম আটকে গেলো। মাথাটা ভীষণ শূন্য মনে হলো।

দুই ডাকাতের হাতে তাহলে আমরাও ধরা পড়ে গেলাম! আমাদেরকে এখন নতুন নৌকাটা খুঁজে বের করতে হবে তারপর ওটা নিয়েই পালাতে হবে। দু'জন হন্যে হয়ে ওদের নৌকা খোঁজা শুরু করলাম।

কয়েক মিনিট পরে জাহাজের পেছন দিকে নৌকাটাকে আবিষ্কার করলো জিম। নৌকার উপর স্তূপ হয়ে আছে ডাকাতির মালামাল। এই পিচকালো অন্ধকারে নৌকাটা খুঁজে পাবার জন্যে জিমকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম। চোখের পলকে নৌকায় নেমে গেলাম আমি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নেমে এলো জিমও। দড়িটা কাটতে যতটুকু দেরি, আমরা নৌকা

ভাসিয়ে দিলাম। নৌকা তিন-চারশো গজ দূরে যাবার পর জাহাজের দিকে তাকিয়ে দেখি প্যাকার্ড আলো নিয়ে ওদের নৌকা খুঁজছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের ডাকাতির মালপত্র আর নৌকা নিয়ে কেউ পালিয়ে গেছে। তারা দুজনও ঐ বন্দীর মতো একই বিপদে পড়বে।

ডাকাতদের মালামাল নিয়ে পালাচ্ছে ওরা

নৌকার বৈঠা জিমের হাতে।

আমরা আমাদের ভেলাটাকে খুঁজছিলাম। আমাদের কাণ্ডকারখানায় ভয়ংকর ডাকাতগুলো কী রকম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলো ! জিমকে বললাম, যেখানেই প্রথম আলো দেখবো সেখানে আমরা নৌকা থামিয়ে একটা লুকানোর জায়গা খুঁজে বের করবো। তারপর আমি একটা গল্প

ফাঁদবো যাতে কেউ জাহাজে বিপদে পড়া লোকগুলোকে উদ্ধার করতে যায়। এতে সময়মতো ওরা ঠিকই ফাঁসিতে ঝুলবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো প্রচন্ড ঝড়। বাতাসের তোড়ে কোথাও কোনো আলো আমাদের চোখে পড়লো না। আমরা বাতাসের ঝাপটায় আরও দূরে ভেসে গেলাম। ভাসতে ভাসতে খুঁজতে লাগলাম নদীর তীরে আলো আর আমাদের ভেলা।

বেশ কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থামলো কিন্তু আকাশে ছিল মেঘের ঘনঘটা। হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় চোখে পড়লো কালো কিছু একটা পানিতে ভাসছে।

জিম বললো, 'ওই তো, ওই আমাদের ভেলা।'

আমরা ভেলার দিকে নৌকা চালিয়ে নিলাম। ভেলা ও নৌকা পাশাপাশি করে লুটের সব মালামাল নামিয়ে ফেললাম ভেলায়। এগুলোর মধ্যে ছিলো জুতা, কম্বল আর কাপড়চোপড়। জিম একটা সিগারেটের প্যাকেটও পেলো। আমরা এতো সম্পদের মালিক আগে কখনও ছিলাম না।

মাল নামানোর পর জিমকে বললাম ভেলা ভাসিয়ে চলে যেতে। মাইল দুয়েক যাওয়ার পর সে আলো জ্বেলে আমাকে সংকেত দেবে। তারপর আমি তার কাছে যাবো। আর আমি এদিকে নৌকা চালিয়ে তীরে চলে যাবো।

নৌকা নিয়ে তীরে পৌঁছে আমি একটা ছোট্ট গ্রাম খুঁজে পেলাম। অন্ধকারে যেন জ্বলজ্বল করছে। প্রথম যে লোকটাকে চোখে পড়লো সে একজন নৈশপ্রহরী। তার কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তাকে দেখামাত্র কান্নার ভান করলাম আমি। লোকটা এগিয়ে এলে বললাম, 'ঝড়ে নৌকাডুবি হয়েছে আর নৌকায় আটকা পরে আছে আমার পরিবারের সবাই। ওদের মধ্যে একমাত্র আমি সাঁতার জানি বলে আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে লোকালয়ে খবর দেবার জন্যে, যাতে ওদেরকে উদ্ধার করা যায়। আমার পরিবার নিশ্চয়ই তাদের জীবন বাঁচানোর জন্যে তোমাকে বড় অঙ্কের একটা উপহার দেবে।'

আমার কথা শেষ হবার সাথে সাথে বৃদ্ধ নৈশপ্রহরী উদ্ধার কাজে নেমে পড়ার জন্যে নৌকা নিয়ে তৈরি হয়ে গেলো। আমি অন্ধকার তীরে দাঁড়িয়ে জিম-এর সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু প্রহরীর নৌকা জাহাজের কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত আমি মোটেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। ডাকাতদেরকে এমন বিপদে ফেলতে পেরে আমার খুব আনন্দ হচ্ছিলো।

নৈশপ্রহরীর কাছে সাহায্য চাইলো হাক

কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ করলাম জাহাজের ওপরভাগটা প্রায় পুরোপুরি পানির নিচে তলিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছিলো জাহাজটা। আমার সারা শরীরে শীতল স্রোত নেমে গেলো। জাহাজের কাউকেই আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। অনেকক্ষণ পর জিম-এর সাংকেতিক আলো আমার চোখে পড়লো। ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে রাতের আকাশে ফুটে

নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে জাহাজটা

উঠলো ভোরের রেখা। ভেলার সাথে নৌকাটাকে বেঁধে ফেললাম আমরা। তারপর ঝোপঝাড় আর ডালপালা দিয়ে ঢেকে নৌকাটাকে ডুবিয়ে দিলাম নদীতে। ক্লান্তিতে দুজন মরার মতো কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলাম।

৭. রাজা ও ডিউক

ডাকাতদলের সাথে সেই ঘটনার পর সবকিছু স্বাভাবিক হবার জন্যে কয়েকটা দিন বনের মধ্যে কাটালাম আমরা। জিমকে বললাম জাহাজে কী ঘটেছিল আর আমি তীরে এসে কী করেছিলাম সেসব কথা। সে বললো ভেলা নিয়ে একা একা দূরে চলে যাবার পর মনে হচ্ছিলো ভয়ে মরে যাবে। আর আমি এসে তাকে উদ্ধার না করলে সে হয়তো ডুবেই যেতো। আর অন্য কেউ তাকে খুঁজে পেলে পুরস্কার পাবার জন্যে ফিরিয়ে

নিয়ে যেতো গ্রামে। মিস ওয়াটসন তাকে বিক্রি করে দিতো। আমি জানতাম জিমের সব ধারণাই ঠিক। আমরা দু'জনেই ভাগ্যবান।

বনের মধ্যে কয়েকদিন থাকার পর আবার ফিরে গেলাম ভেলায়। ভেলাটাকে নামিয়ে দিলাম নদীতে। মনে হচ্ছে ভেলায় জীবনযাপন বেশ আনন্দময়। মাথার ওপর জ্বলজ্বলে তারায় ভরা অসীম আকাশ, চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারাদের সাথে কথা বলার মধ্যে এক

অদ্ভুত আনন্দ আছে। তারাগুলো কেউ তৈরি করে দিয়েছে নাকি একা একা তৈরি হয়েছে কে জানে ! জিমের নিশ্চিত বিশ্বাস তারাগুলো কেউ তৈরি করে আকাশে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় ওগুলো আপনা-আপনিই হয়েছে।

কখনও কখনও অন্ধকারে দু'একটা জাহাজের আলো চোখে পড়তো। মাঝে মাঝে চিমনি থেকে আলোর ঝিলিক বেরিয়ে এসে মনে হতো পুরো পৃথিবীটাকে আলো করে ফেলেছে। তারপর আলোর কণাগুলো ছিটকে পড়তো পানিতে।

কখনও কখনও বড় বড় জাহাজের ঢেউ এসে আমাদের ভেলাটাকে দুলিয়ে দিতো। তারপর সবকিছু চুপচাপ।

একদিন সকালের কথা, হঠাৎ চোখে পড়লো একটা ডিঙি নৌকা নদীর তীর ঘেঁষে ভাসছে। আমি তাতে উঠে কিছু ফলমূলের খোঁজে নৌকাটাকে চালিয়ে নিলাম তীরের দিকে। ডিঙি থেকে নামার পর ছোট্ট একটা খাঁড়ির পাশে গরু হাঁটার পথ চোখে পড়লো। দু'জন লোক সেই পথ দিয়েই আমার দিকে দৌড়ে আসছে। আমি অন্যদিকে দৌড়ে যাবো ভাবছি এমন সময় 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করলো লোকদুটো,'আমরা কোনো অন্যায় করিনি কিন্তু আমাদের একদল মানুষ আর কুকুর ধাওয়া করছে।'

লোকদুটোর জন্যে মায়া হলো। আমি তাদেরকে তুলে নিয়ে ডিঙি ছেড়ে দিলাম। লোকদুটোকে ভালো করে দেখলাম আমি। তাদের একজনের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। মাথাভর্তি টাক আর সাদা দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢেকে আছে। অন্য লোকটির বয়স তিরিশের মতো হবে, সাদাসিধে চেহারা। দু'জনেরই কাপড়-চোপড়ে ভাঁজ পড়ে গেছে। দু'জনের হাতে ছিল দুটো বড় চটের ব্যাগ।

ওদেরকে নিয়ে তীরে নেমে এলাম। প্রথমে যা বুঝতে পারলাম তা হচ্ছে লোক দু'জন একজন আরেকজনকে চেনে না। কিন্তু তারা দু'জনেই

'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করছে লোকদুটো

বিপদে পড়েছিল। টেকো লোকটা দাঁতের মাজন বিক্রি করতো। কিন্তু সেই মাজন ব্যবহার করে লোকজনের দাঁতের এনামেল উঠে আসতে শুরু করে। বিপদে পড়ে গিয়েছিল লোকটা।

মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেশ নাম করে ফেলেছিল যুবক। মানুষ তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। এতে প্রতি রাতে তার দশ ডলার আয় হতে শুরু করলো। কাঁচা টাকা পেয়ে একদিন সে নিজেই মদ

পান করা শুরু করলো। লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো তার উপর। প্রাণ বাঁচাতে তখন সে দৌড়াতে শুরু করলো।

এভাবেই দৌড়াতে দৌড়াতে দুজনের পরিচয়। দুজনে নতুন একটা ব্যবসার পরিকল্পনা করছিলো। হঠাৎ আলাপের এক পর্যায়ে যুবক কাঁদতে শুরু করলো, 'আমার কচি বুকটা ভেঙে গেছে। আমার এতো অধঃপতন

'উত্তরাধিকার সূত্রে আমি একজন ডিউক'

হয়েছে!' তারপর ছোট্ট রুমালে চোখের কোণ মুছে ঘটনাটা খুলে বললো সে, 'আজ একটা বিরাট সত্য আপনাদের সামনে ফাস করবো। উত্তরাধিকার সূত্রে আমি একজন ডিউক। আমার দাদার বাবা ব্রিজওয়াটারের ডিউকের বড় ছেলে, এদেশে এসেছিল গত শতাব্দীর শেষ দিকে। তার ছোটো ভাই থাকতো ইংল্যান্ডে। সে তার 'ডিউক' উপাধি কেড়ে নেয়; যে উপাধির বলে আমার দাদা, আমার বাবা এবং আমি

নিজেদেরকে ডিউক বলে দাবি করতে পারি। ব্রিজওয়াটারের ডিউক বলে দাবি করার অধিকার আমারও আছে। অথচ আজ আমি কত দরিদ্র! আভিজাত্য থেকে বঞ্চিত, ভগ্ন হৃদয়ের এক যুবক, যাকে দিন কাটাতে হচ্ছে ভেলার ওপর।' জিমের খুবই করুণা হলো যুবকের জন্য। আমারও যে হলো না তা নয়।

আমরা যুবককে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এতে কাজ হলো না। সে চাচ্ছিলো আমরা তার সামনে মাথা নিচু করে কথা বলি, তাকে সমীহ করি, তাকে মাননীয়, মহামান্য ইত্যাদি সম্বোধন করি।

কাজটা করা আমাদের জন্য কঠিন নয়। খাবারের সময় হলে আমরা তার জন্যে খাবার সাজিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর টাকমাথা লোকটিকে চুপচাপ থাকতে দেখা গেলো। তার সঙ্গীকে এই বিশেষ সম্মান দেয়াটা মোটেই তার পছন্দ হচ্ছিলো না।

সে বললো, 'আমি তোমার জন্য দুঃখিত, কিন্তু তুমিই একমাত্র বিপদে পড়া মানুষ নও। আমিও তোমার মতো কাউকে কখনও বলিনি যে আমি রাজা সপ্তদশ লুই। ষষ্ঠদশ লুই ও ফ্রান্সের মেরি এন্টোনেটের ছেলে।

'তুমি এই বয়সে ! অসম্ভব! তোমাকে দেখায় ছয়-সাতশ বছরের নিঃস্ব বৃদ্ধের মতো।'

'বিপদে পড়েই তো এটা হয়েছে। নানান ঝুট-ঝামেলার জন্যে অকালে চুলে পাক ধরেছে আর মাথায় টাক পড়েছে।'

জিম এবং আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করতে হবে। এই লোকটার জন্যেও আমাদের মায়া হচ্ছিলো। কিন্তু আমাদের খুব গর্ব হচ্ছিলো যে দু'জন রাজবংশের লোকের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এরপর বৃদ্ধ বললো তাকে রাজার মতো সম্মান করতে। সে চাচ্ছিলো তাকে 'ইয়র ম্যাজেস্টি' বলে সম্বোধন করা হোক এবং তার জন্যে নাস্তা সাজিয়ে যেন আমরা সবাই দাঁড়িয়ে থাকি।

নিজেকে রাজা সপ্তদশ লুই বলে দাবি করছে বুড়ো

আমি আর জিম তাই করতে শুরু করলাম। ডিউকের এটা মোটেই পছন্দ হলো না। সে চাচ্ছিলো একাই সে সম্মান আর মর্যাদা ভোগ করবে। কিন্তু এখন তাকে বুড়োর সাথে সেটা ভাগ করে নিতে হচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ ডিউক মুখ ভার করে রইলো। বৃদ্ধ বলছিলো 'এটা ভালো লাগুক আর নাই লাগুক আমাদের অনেকদিন ভেলায় থাকতে হবে। সুতরাং মুখ ভার করে থেকো না। আমাদের অনেক কিছু করার আছে। এসো হাত মেলাও। আমরা বন্ধু হয়ে যাই।'

হাত মেলালো ডিউক। আমি আর জিম খুশি হলাম। একই ভেলার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মোটেও ঠিক না। সবচেয়ে ভালো লাগছে ভেলার লোকদের মধ্যে একটা চমৎকার সম্পর্ক বিরাজ করছে। আমার এটা বুঝতে সময় লাগলো না যে লোকদুটোর কেউই রাজা কিংবা ডিউক বংশের না। ওরা মিথ্যেবাদী প্রতারক। কিন্তু আমি এ বিষয়ে একটা কথাও বললাম না। আর এতে কোনোরকম ঝগড়াবিবাদের সম্ভাবনাও রইলো না। যদি তারা চায় আমরা তাদেরকে রাজা ও ডিউক বলে সমীহ করি আমার কোনো

হাত মেলালো ডিউক!

আপত্তি নেই। অন্তত ভেলার ওপরের সংসারের শান্তির কথা চিন্তা করেই আপত্তি নেই। তবে জিমকে এগুলো বলা ঠিক হবে না ভেবে চুপ করে রইলাম।

রাজকীয় লোক পেয়ে জিম খুশিতে গদগদ হয়ে গেছে। এখন যদি তাকে বলি লোকদুটো ভন্ড তাহলে তার খুব মন খারাপ হয়ে যাবে। প্যাপের কাছে শিখেছিলাম যে, যদি কেউ নিজের মতো চলে শান্তি পায়, তবে তাকে সে পথেই চলতে দেয়া উচিত।

রাজা আর ডিউককে যত্ন করে খাওয়াচ্ছে ওরা

৮. নাটকের নাম 'দ্যা রয়াল ননশাস'

পরবর্তী কিছুদিন জিম ও আমি টাক-মাথা রাজা আর ডিউককে সমীহ করে চললাম, যত্ন করে খাওয়ালাম। নদীজীবনের একঘেঁয়েমিতে খুব অল্প দিনেই বিরক্ত হয়ে উঠলো রাজা। আর তাই সে ও ডিউক পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক করতে বসলো।

ডিউক বললো, 'যে শহরটি আমাদের প্রথম নজরে আসবে আমরা নেমে যাবো। এবং একটি হল ভাড়া করে সেখানে শেক্সপিয়ারের কোনো নাটকের প্রদর্শনী করবো।'

রাজা বললো সে নাটকের কিছুই জানে না। কিন্তু সাহস দিলো ডিউক। সে তাকে শিখিয়ে দেবে।

পরবর্তী কয়েক ঘণ্টা তারা প্র্যাকটিস করে কাটালো। আমার কাছে এটাকে নাটকের ন'ও মনে হলো না।

তবে ডিউক যে এটা নিয়ে কোনো ফন্দি আঁটছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি।

মাইল তিনেক দূরে একটা ছোট্ট শহর চোখে পড়লো। দুপুরের খাবার শেষে ডিউক বললো, 'আমাদের এখানে নেমে পড়া ভালো।'

আমাদের কফির মজুদ শেষ হয়ে যাওয়ায় আমি একাই শহরে যাবো ভেবেছিলাম।

জিম ভেলায় বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। শহরে পা রাখার পর দেখলাম একটা লোকও চোখে পড়ছে না। রাস্তাঘাট একেবারে জনশূন্য।

চোখে পড়লো একটা বুড়ো লোক খালি গায়ে রোদ পোয়াচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শহরের লোকজন কোথায় গেছে?'

লোকটা বললো, 'শহরের সব লোক মাইল দুয়েক দূরে একটা বনের মধ্যে ক্যাম্প মিটিং-এ গেছে।'

টাক-মাথা নকল রাজা সেদিকে ছুটলো আর ডিউক আমাকে নিয়ে একটা ছাপাখানার খোঁজে বেরিয়ে পড়লো।

কয়েকটা রাস্তা খোঁজাখুঁজি করে আমরা একটা ছাপাখানার সন্ধান পেলাম। চারপাশে ময়লা আবর্জনা। যত্রতত্র হ্যান্ডবিল আর ময়লায় ঠাঁসা ছাপাখানার উঠোন।

দরোজা খোলা থাকায় ডিউক একাই ভেতরে ঢুকে পড়লো। তারপর আমাকে বললো ক্যাম্প-মিটিংএ চলে যেতে। এখানে সে একাই কিছু একটা করতে চায়।

ক্যাম্প-মিটিং ছিলো জনবহুল। মাথার উপর কাঠফাটা রোদ। নকল-রাজা একটা সামিয়ানার নিচে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে। সে অবশ্য সাহায্যের জন্যে একটা প্লেট এগিয়ে দিচ্ছিলো সবার সামনে। আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম তার সাত ডলারের মতো আয় হয়েছে।

কয়েক ঘন্টা পরে আমি ছাপাখানায় ফিরে এলাম। ডিউক ছাপাখানার সামনে কতগুলো হ্যান্ডবিল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এগুলো সে ইতোমধ্যে ছেপে নিয়েছে। হ্যান্ড বিলে লেখা-

গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে রাজা

নাটক! নাটক! নাটক!

স্থান : কোর্ট হাউজ, মাত্র তিন রাত :

বিশ্ববিখ্যাত ট্রাজেডিয়ান ডেভিড গ্যারিক, দ্যা ইয়ংগার এন্ড এডমাউন্ড কিয়ান, দ্যা এল্ডার ইন দেয়ার থ্রিলিং ট্রাজেডি। দি কিংস ক্যামেলোপার্ড অথবা দ্যা রয়েল ননশাস !

ডিউক শহরজুড়ে হ্যান্ডবিল ছড়ানোর জন্যে আমাকে দায়িত্ব দিলো। তারপর যেগুলো বাকি থাকে সেগুলো ক্যাম্প-মিটিং-এর লোকদের কাছে

বিলিয়ে দিতে বললো। সন্ধ্যার দিকে আমি ভেলায় ফিরে এসে দেখলাম ডিউক ও জিম আগে থেকেই সেখানে এসে বসে আছে। জিম তাদের রাতের খাবার এগিয়ে দিচ্ছে। আর তারা পরবর্তী দিনের জন্যে কর্ম পরিকল্পনা করছে।

পরদিন সকালে আমরা শহরে এলাম। ডিউক ও রাজা কঠোর পরিশ্রম করে স্টেজ তৈরি করলো। পর্দা আর স্টেজের নিচের দিকে মোমবাতির আলোকসজ্জা থাকবে। কোর্ট হাউজটাকে বেশ জমকালো লাগছিলো। সে রাতে কোর্টহাউজ লোকে লোকারণ্য হলো। পেছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ

মঞ্চে ব্যাঙের মতো লাফাচ্ছে নকল রাজা

করলো ডিউক। সে মঞ্চে উঠে পর্দা সরিয়ে একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিলো। ট্রাজেডিটার প্রশংসা করে বললো এটা পৃথিবীর সর্বকালের সেরা মঞ্চ কাঁপানো ট্রাজেডি। সে ট্রাজেডির পাত্রপাত্রী এবং চরিত্রদের সম্পর্কেও বক্তৃতা দিলো।

দর্শকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে 'পর্দা নামানো হলো। খানিক পরে আবার পর্দা তুলতেই দেখা গেলো নকল-রাজা ব্যাঙের মতো মঞ্চে লাফাচ্ছে। তার উলঙ্গ শরীরে নানা রঙের ডোরা আঁকা। তার পরণের

নেংটি বুনোপোশাকের। দর্শকরা খুব মজা পেলো। হাহা-হুহু করে হাততালি দিলো। চিৎকার চেঁচামেচিতে ভরে গেলো হলঘর। আনন্দিত দর্শকরা তাকে আবারও নাচতে বললো। ডিউক পর্দা নামিয়ে উপস্থিত দর্শকদের সামনে মাথা নুইয়ে বললো, 'এই বিখ্যাত ট্রাজেডিটা আর মাত্র দু'রাত হবে। আপনারা সবাই আপনাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে খবর পৌঁছে দেবেন যাতে তারা এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত না হয়।'

জনা বিশেক লোক উঠে চিৎকার করে বললো, 'তার মানে? ট্রাজেডি শেষ? এই কি ট্রাজেডি?'

ডিউক 'হ্যাঁ' বলতেই ক্ষেপে গেলো প্রতারিত দর্শকেরা। চিৎকার করে বললো, 'মিথ্যেবাদী, প্রতারক।'

ক্ষিপ্ত লোকজন মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাবে আর তখনই একজন ভদ্রবেশী যুবক এক লাফে সবার সামনে গিয়ে বললো, 'প্লিজ আপনারা থামুন। আমরা কথা শুনুন। আমরা ঠকেছি এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা চাই না আমাদের এ বোকামি নিয়ে শহরের সব লোক হাসাহাসি করুক। সুতরাং আসুন, সবাই এখান থেকে চুপচাপ বেরিয়ে গিয়ে নাটকের মিথ্যে প্রশংসা করি যাতে শহরের অন্যান্যরাও এসে আমাদের মতো বোকা হয়ে যায়। তখন আমরা সবাই হয়ে যাবো একই নৌকার যাত্রী। সেটাই কি ভালো নয়? আমরা সবাইকে বলবো যেন ট্রাজেডিটা এসে দেখে যায়।'

জনতা ভাবলো এটাই উত্তম। নিজেদের বোকামির কথা কাউকে বলা ঠিক না। তারা নীরবে হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

পরদিন শহরজুড়ে ট্রাজেডির প্রশংসা। কোর্টহাউজ আবারও লোকে লোকারণ্য। ডিউক টিকিট বিক্রি করতে লাগলো আগের দিনের মতোই।

নাটক শেষ করে ভেলায় ফিরে আমরা রাতের খাবার খেলাম। তারপর ডিউক এবং রাজা আমাকে ও জিমকে ভেলা ছাড়তে বললো। শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটি নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে বললো ভেলাটাকে লুকিয়ে ফেলতে। আমরা বুঝতে পারছিলাম না কী কারণে এটা বলছে। অবশ্য কোনো প্রশ্নও করছিলাম না।

তৃতীয় রাতে কোর্টহাউজ আবার লোকারণ্য হয়ে গেলো। কিন্তু সে রাতে আগের রাতের শো দেখে যাওয়া লোকগুলোই এসেছে। ডিউকের সাথে

ক্ষেপে গেলো প্রতারিত দর্শকেরা

আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি লক্ষ করছিলাম যারা এসেছে প্রত্যেকের পকেটে কী যেনো লুকিয়ে রাখা। পচা ডিম, পচা বাঁধাকপি আর যত আজেবাজে জিনিসের গন্ধ এসে নাকে লাগলো। গন্ধটা এতো উৎকট ছিল যে আমি থাকতে পারছিলাম না। কোর্টহাউজে যখন আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই তখন ডিউক একটা লোককে পচিশ সেন্ট ধরিয়ে দিয়ে বললো দু'এক মিনিট দরজার দিকে নজর রাখতে। তারপর সে পেছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। আমিও দ্রুত তার পিছু নিলাম।

আজেবাজে জিনিসের গন্ধ পেলো হাক

সে বললো, 'যতোক্ষণ শহরের সীমানায় আছি তাড়াতাড়ি পা চালাও।' দুজনে পড়িমরি করে দৌড়ে এলাম ভেলার কাছে।

নকল রাজা সেখানে আগেই বসে ছিল। ঐ রাতে সে শহরেই যায়নি। গ্রাম ছেড়ে দশ মাইল দূরে যাবার পর আমরা আলো জ্বালালাম। মোমবাতি জ্বালিয়ে রাতের খাবার খেলাম। নকল রাজা আর ডিউক কীভাবে মানুষদের বোকা বানালো সেই কাহিনী বলতে বলতে হেসে মরে। ডিউক বললো, 'আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত এটাই হবে। আর তৃতীয় রাতে ওরা

পাউমারি করে ওরা দৌড়ে এলো তেলার কাছে

আমাদেরকে ধরতে আসবে। এখন ওই পচা ডিম আর পচা বাঁধাকপি নিয়ে ওরা কী করছে কে জানে! মনে হয় পিকনিকে বসেছে।'

তিন রাতে দুই প্রতারকের আয় হয়েছে চারশো পয়ষট্টি ডলার। এভাবে মানুষ ঠকিয়ে এতোগুলো টাকা রোজগার করতে এর আগে কাউকে দেখিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই প্রতারক ঘুমিয়ে পড়ল। জিম বললো, 'যেভাবে ওরা রাজা এবং ডিউক সেজে মানুষ ঠকালো তা দেখে তুমি অবাক হওনি?'

আমি বললাম, 'না।'

রাজবংশের লোকদের চরিত্রের কথা শুনে হতাশ জিম।

জিম বললো, ‘কেন?’

‘এটা ওদের রক্তের ধারা। সব রাজা আর ডিউকের চরিত্রই এক।’

জিম জোর দিয়ে বললো, ‘কিন্তু ওরা তো নিয়মিতই মানুষ ঠকাচ্ছে।’

‘আমি তো সে কথাই বলতে চাচ্ছি। সব রাজা এবং ডিউক প্রতারক। ওদের কাজই মানুষ ঠকানো।’

রাজবংশীয় লোকদের স্বভাব-চরিত্র শুনে জিম হতাশ হয়ে পড়লো। তার মুখে কোন কথা নেই। নদীর ক্ষীণ স্রোতধারা ভেলার গায়ে আছড়ে পড়ে এক চমৎকার ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল। আমি মন দিয়ে সেটাই শুনছিলাম।

রাত কাটলো একটা ছোট্ট উইলো গাছের নিচে

৯. লজ্জাজনক পরিকল্পনা

আমাদের পরবর্তী রাত কাটলো একটা ছোট্ট উইলো গাছের নিচে। গাছটার ডালপালা নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছিল। নদীর দু'পাড়ে বিস্তীর্ণ গ্রাম। ডিউক আর নকল রাজা পরিকল্পনা আঁটছিল ঐ গ্রামে গিয়ে নতুন একটা কিছু করার। তারা 'ননশাস' ট্রাজেডিটাকে আবার ঐ গ্রামে গিয়ে মঞ্চস্থ করতে চাইলো। কারণ ঐ নাটকের নাম করেই তারা মানুষ ঠকিয়ে অনেক টাকা কামিয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু শহরে তাদের কীর্তির কথা এ

গ্রামে পৌঁছে যেতে পারে। তাই শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পাল্টালো।

নতুন করে কী করা যায় ভাবছিলো ডিউক! নকল রাজা বলছিলো অন্য কোনো গ্রামে গিয়ে কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই লাভ আসতে পারে এমন কোনো কাজ খুঁজে বের করার কথা। আমরা ইতোমধ্যে আমাদের নতুন পোশাক-আশাক কিনে ফেলেছি। রাজার কোটের নিচের পোশাকটা ছিলো কালো। সাদা পশমী ওভারকোটে তাকে দেখাচ্ছিলো চমৎকার। তাকে দেখে বোঝাই যাবে না যে সে নিচু প্রকৃতির একজন ভন্ড।

রাজার পোশাকে যাতে ময়লা না লাগে সে জন্যে জিম ডিঙিটা পরিষ্কার করে ফেললো।

আমি ডিঙির বৈঠা হাতে নিলাম। হঠাৎ চোখে পড়লো একটি জাহাজ শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে তীরের কাছে নোঙর করে আছে। জাহাজ দেখে রাজার মনে হলো সে তো জাহাজে চড়েই শহরে যেতে পারে। এই পোশাকে ডিঙিতে তাকে মানায় না। তাই সে আমাকে বললো ডিঙিটা জাহাজের দিকে চালাতে।

এটা ঠিক আমার পছন্দ হচ্ছিলো না। কারণ জাহাজটা কেবলমাত্র মিসিসিপি শহরের বাসিন্দাদের জন্যেই।

নদীর তীরের দিকে ডিঙি চালিয়ে নিচ্ছি হঠাৎ চোখে পড়লো স্থানীয় একটি ছেলে গাছের গুড়ির ওপর বসে ঘাম মুছছে। তার পাশে কয়েকটা বড় বড় চটের ব্যাগ নামিয়ে রাখা।

তীরের কাছে এলে রাজা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কোথায় যাবে?' ছেলেটা জবাব দিলো, 'আমি নিউ অরলিন্সে যাবার জন্যে একটি জাহাজের অপেক্ষায় আছি।

রাজা তার দিকে তাকিয়ে হাসলো এবং আমাদের ডিঙিতে উঠে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানালো। আমরা জাহাজের দিকেই যাচ্ছি। তাকেও সাথে নিয়ে যেতে পারি।

ছেলেটা ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, 'তোমাকে প্রথমবার দেখে আমি মি. হারভে ভেবেছিলাম। সে ঠিক সময়েই চলে আসবে। তুমি নিশ্চয়ই সে নও। তাই নয় কি?'

'না, আমি রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ব্লজেট।' মিথ্যে বললো রাজা।

তারপর বললো, 'আমাকে বলো তো কেন মি. হারভে এখানে আসবে?'

মি. হারভে সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠলো রাজা। ফুসলিয়ে তথ্য বের করে নিলো ছেলেটার কাছ থেকে।

ছেলেটা খুশিমনে বলে দিলো সব কথা। হারভে আসবে ইংল্যান্ড থেকে। তার ভাই পিটার দু'দিন আগে এই শহরেই মারা গেছে। পিটার তার ভাই হারভে এবং উইলিয়ামকে কখনো দেখেনি কারণ তারা ছোটবেলা থেকেই ইংল্যান্ডে। পিটার এদেশে এসেছিলো কয়েক বছর আগে তার ভাই

ছেলেটাকে ফুসলিয়ে তথ্য বের করছে রাজা

জর্জের সাথে। কিছুদিন আগে মারা গেছে জর্জ। কিন্তু তার অন্য দুভাই এখনো ইংল্যান্ডে রয়েছে। হারভে একজন ধর্ম প্রচারক। আর তার হতভাগ্য ছোট ভাই উইলিয়াম বোবা আর কালা।' ছেলেটা এক নাগাড়ে বলেই চললো। আমার কাছে বিরক্ত লাগছিলো। কিন্তু মুগ্ধ হলো রাজা। ছেলেটা বললো, 'পিটার উইল্কস প্রচুর অর্থ সম্পত্তি রেখে গেছে। মৃত্যুশয্যায় সে তার ভাই হারভের জন্য একটি চিঠি লিখে রেখে গেছে। তাকে সে তার সম্পত্তির অধিকার দিয়ে গেছে। পিটারের স্ত্রী আগেই মারা

গিয়েছিলো। তাদের কোনো সন্তান ছিলো না। এই পৃথিবীতে তিন ভাতিজি ছাড়া আর কেউ নেই।'

এই পর্যায়ে লক্ষ করলাম রাজার মাথায় কিছু একটা ঢুকেছে। ছেলেটাকে নানারকম প্রশ্ন করলো সে। তিন ভাতিজির বয়স কতো, তারা দেখতে কেমন, তাদের নাম কী? সে শহর সম্পর্কে সব কিছু জেনে নিলো। প্রশ্ন করা শেষ হলে ছেলেটাকে জাহাজে তুলে দিলো। রাজা আর জাহাজে ওঠার কথা কিছুই বললো না। আমারও ওঠা হলো না।

ইংরেজ সাজার পরিকল্পনা করছে

জাহাজটা চলে যাবার পর, রাজা আমাকে মাইলখানেক দূরে এক নির্জন প্রান্তরে ডিঙি চালিয়ে নিতে বললো। তারপর ডিউককে নিয়ে নেমে গেলো সে। মনে মনে ইংরেজ সাজার পরিকল্পনা করল রাজা। ডিউককে দিয়ে সে বোবা আর কালার ভান করাবে। চলে যাবার সময় রাজা বললো,

'যাও, তাড়াতাড়ি দুটো চটের ব্যাগ নিয়ে এসো।'

আমি কিছুই না বলে তার আদেশ পালন করলাম। দুটো ব্যাগ নিয়ে ফিরে এসে দেখি রাজা ও ডিউক গাছের গুড়ির ওপর বসে ছেলেটা কী বলেছে তা নিয়ে আলোচনা করছে।

ডিউক বললো সে সত্যিকারের বোবা-কালার চেয়ে ভালো পারবে। এরপর তারা পরবর্তী জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। ঠিক দুপুরে বড় একটি জাহাজ এলো নদীতে। সে ওটার দিকে হাত নাড়লো। আমরা উঠে এলাম জাহাজটাতে।

আমরা মাত্র পাঁচ মাইল দূরে নামবো শুনে ক্যাপ্টেন রেগে গেলো। রাজা তার হাতে কিছু ডলার গুঁজে দিতেই ঠাণ্ডা হয়ে গেলো ক্যাপ্টেনের মেজাজ।

বড় জাহাজটা তীরে পৌঁছতেই ভিড় করলো গ্রামের লোকজন। মাটিতে পা দিয়ে রাজা জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের কেউ কী বলতে পারবে পিটার উইল্কস এর বাড়িটা কোথায়?'

উপস্থিতরা একে অপরের মুখের দিকে তাকালো। তারপর দুঃখিত চেহারায় এমনভাবে মাথা নোয়ালো যেন বলতে চাচ্ছে, তোমাকে কী করে যে কথাটা বলি? একজন নরম গলায় বললো, 'সে মারা গেছে।'

কান্নায় ভেঙে পড়লো রাজা আর ডিউক।

তারপর আমি ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই রাজা কাঁত হয়ে উপস্থিত একজনের গায়ের ওপর পড়ে গেলো।

তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে আবোল-তাবোল বলতে শুরু করলো যেন শোকে তার মাথা ঠিক নেই।

কান্নায় ভেঙে পড়ল রাজা আর ডিউক

ডিউককে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো সে। ডিউকও অন্য একজন লোকের গায়ে পড়ে মূর্চ্ছা যাবার ভান করলো।

এমন ভন্ড আমি কোনোদিন দেখিনি।

১০. পরিকল্পনায় কাজ হলো

শহরে পৌঁছেই দেখলাম একদল লোক আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমরা সেই জটলার মাঝে পৌঁছে গেলাম। জটলার কেউ কেউ বলছিলো, 'এরাই কি উইল্কস-এর দু'ভাই?'

পিটার উইল্কস-এর বাড়িতে পৌঁছেই দেখলাম তিন ভাতিজি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। চাচাদেরকে পেয়ে তারা ভীষণ খুশি। এদের মধ্যে সবার বড়ো মেরি জেন। দারুণ সুন্দরী। আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেলো।

চাচার চিঠি নিয়ে এলো মেরি জেন

ডিউক আর রাজা চালিয়ে গেলো তাদের অভিনয়। মেয়েদেরকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো যেন তারা পিটারের মৃত্যুতে দারুণ শোকাহত। রাজা কৌশলে খোঁজ নিয়ে শহরের খুঁটিনাটি আর তাদের ভেতরের অনেক কথা জেনে নিয়েছিলো। শহরে এক সময় কী হয়েছিলো না হয়েছিলো সংক্ষেপে সে তার ভাতিজিদেরকে বলতে লাগলো। রাজা বললো পিটার চিঠিতে তাকে সব জানিয়েছে। সবকিছুই ছিলো মিথ্যে। সে যা বলছিলো তার সবটুকু স্থানীয় ছেলেটার কাছ থেকে শোনা।

চাচা ভেবে মেরি জেন পিটারের লেখা একটা চিঠি এনে দিলো রাজার হাতে। রাজা সে চিঠি পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ার ভান করলো। চিঠিতে

লেখা- বাড়িটা এবং তিন হাজার ডলার মেয়েটার জন্যে দেয়া হয়েছে। বাকি সবকিছু দু'ভাইয়ের জন্য। আরো লেখা আছে ছয় হাজার ডলারের স্বর্ণমুদ্রা ঘরের মেঝের নিচে লুকিয়ে রাখা। দুই প্রতারক বললো তারা মেঝে খুঁড়ে স্বর্ণমুদ্রাগুলো তুলে আনবে। আমাকে তারা তাদের চাকর সাজিয়ে একটা মোমবাতি আনতে বললো। আমরা দরোজা বন্ধ করে মাটি খুঁড়তে নেমে পড়লাম। সোনার মুদ্রাভর্তি একটা ব্যাগ তারা তুলে আনলো।

মেঝেতে ঢালতেই বৃষ্টির মতো পড়লো চকচকে মুদ্রাগুলো। সবার চোখ চকচক করে উঠলো একসঙ্গে এতোগুলো সোনার মুদ্রা দেখে।

মুদ্রার স্তূপ দেখে সবাই বেশ খুশি। কিন্তু ওরা দুজন সন্তুষ্ট হতে পারছিলো না। তারা গুণতে বসলো। বারবার গুণলো। মোট পাঁচ হাজার ছয়শত ডলার, ছয় হাজার ডলার থেকে চারশত ডলার কম। এই চারশত ডলারের জন্যে তারা মরিয়া হয়ে খুঁজলো। পাওয়া গেলো না। ভাঁজ পড়লো রাজার কপালে। চিঠিতে উল্লেখ আছে ছয় হাজার ডলারের কথা। তাহলে বাকি চারশত ডলার কোথায় যাবে ?

ডিউকের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। তারা 'ননশাস' নাটকের নামে যে টাকাগুলো আয় করেছিলো সেটা মিশিয়ে দিলো ওই টাকার স্তূপে। খুশি হলো দু'জনেই, এটা বোঝাতে পেরে যে তারা খুব সৎ। তারা টাকার স্তূপটাকে সিঁড়ির ওপরে নিয়ে এলো। তারপর আবার গুণতে বসলো। তাদের এই নকল সততা দেখে আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিলো।

এরপর ভন্ড রাজাটা ইংরেজি উচ্চারণে বলতে শুরু করলো সে কতটা ভালোবাসতো তার মরে যাওয়া ভাইটাকে। ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার টানেই সে এখন এই মেয়েগুলোর কাছে ছুটে এসেছে।

তার কথার মাঝখানে একটা লোক হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠলো। সবাই তো হতবাক ! অন্যান্যরা হেসে ওঠা ডাক্তার রবিনসনকে বললো এরা পিটার উইল্কস্ এর ভাই। ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে ইংল্যান্ড থেকে ছুটে এসেছে।

ডাক্তার রবিনসন অবাক চোখে তাকালো সবার দিকে। তারপর ভ্রু কুঁচকে বললো, 'ইংরেজ? তোমরা ইংরেজ! এই দুই মিথ্যেবাদী প্রতারককে বলছো তোমরা ইংরেজ?' এরপর ডাক্তার মেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি ছিলাম তোমার চাচার সত্যিকারের বন্ধু। তোমাদেরকে যে কোনো ধরনের ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোটা আমার কর্তব্য। এই দুই লোক ছদ্মবেশী প্রতারক। এদের হাতে ধরা দিও না।'

উপস্থিত লোকেরা ডাক্তার রবিনসনকে শান্ত হতে বললো। কিন্তু ডাক্তার কিছুই শুনছিলো না। তারা ডাক্তারকে বর্ণনা করলো এরা এই শহরের সব টুকিটাকি জানে এবং তারা কতটুকু সততার পরিচয় দিয়েছে।

মেরি জেন এগিয়ে এসে বললো, 'এই তার উত্তর।' বলেই সে টাকার থলেটা রাজার হাতে তুলে দিয়ে বললো, এই ছয় হাজার ডলারের মধ্যে যে তিন হাজার ডলার আমাদের, সেটাও তুমি নিয়ে যাও আর আমার বোনদের জন্যে ব্যবসায় খাটাও। এর জন্যে কোন কাগজপত্রের প্রয়োজন নেই।'

রাজার মুখে হাসি ফুটলো। ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলো, 'ঠিক আছে।

রাজার হাতে টাকার বাক্স তুলে দিচ্ছে মেরি জেন

তোমাদের সর্বনাশ তোমরা নিজেরা ডেকে আনলে আমার আর কী করার আছে? কিন্তু আমার কথাটা মনে রেখো, যা করছো তার জন্যে একদিন কাঁদতে কাঁদতে চোখ অন্ধ হবে।'

বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাসলো রাজা, 'ঠিক আছে ডাক্তার। যেদিন অন্ধ হয়, সেদিন ওদের চিকিৎসা করার জন্যে তোমাকে ডেকে আনবো।'

রাজার জন্য আলাদা ঘর

১১. ধরা পড়ে গেলো দুই প্রতারক

সবাই চলে যাবার পর, রাজা মেরি জেনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো তাদের অতিরিক্ত আরো দু-একটা ঘর আছে কিনা।

তাদের একটা ঘরই অতিরিক্ত ছিলো। আলাদা ঘর হিসেবে সেটা রাজার জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ডিউকের জন্যে মেরি জেন তার নিজের ঘরটা ছেড়ে দিয়েছে। আর আমাকে কোনো রকম খুপড়ির মতো একটা

জায়গায় থাকতে দেয়া হয়েছে।

মেরি জেন আমাদেরকে ঘর দুটো দেখিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে গেলো। ঘর দুটো ছিমছাম, সুন্দর। কাপড়চোপড় সরিয়ে ফেললে অনেক জায়গা বের হবে।

সম্পূর্ণ একা হয়ে যাবার পর পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসলাম আমি। মেরি জেন আর তার বোনদুটো সত্যিকারের ভদ্র মেয়ে। ভন্ড আর প্রতারক দুটোর হাতে মেয়েগুলোর ক্ষতি হতে দেয়াটা বোধ হয় আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আবার অন্যদিকে, ডিউক আর রাজা যদি জানতে পারে আমি মেরি জেনকে সব বলে দিয়েছি তাহলে তার পরিণতিটাও আমাকে ভাবতে হবে। সব মিলিয়ে মোটামুটি উভয় সংকটে পড়ে গেলাম আমি। এই মুহূর্তে আমার বন্ধু টম সয়ারের মুখটা মনে পড়লো। ও আমার সাথে থাকলে নির্ঘাত একটা উপায় বের করে ফেলতো।

ভাবতে ভাবতে কপালে ঘাম জমলো। একটাই মাত্র পথ- স্বর্ণমুদ্রার ব্যাগটাকে আগে সরিয়ে ফেলতে হবে। তারপর আমি এখান থেকে চলে যাবার পর মেরি জেনকে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দেবো কোথায় লুকিয়ে রেখেছি স্বর্ণমুদ্রার থলেটাকে। এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়।

আমি অন্ধকারে নিচে নেমে এলাম। রাজার ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজছি। জানতাম রাজা টাকাটার ব্যাপারে কাউকেই বিশ্বাস করবে না এবং সে ওটা তার নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখবে। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ব্যাগটাকে পেয়ে গেলাম। রাজার ঘর থেকে বের হবো এই সময় সিঁড়িতে ওদের পায়ের শব্দ কানে এলো। আমি দ্রুত খাটের নিচে গিয়ে লুকালাম। ওদের ফিসফিসানির শব্দ শুনতে পেলাম।

ডিউক বললো, 'চলো আমরা পালিয়ে যাই।'

রাজার গলা শুনলাম, 'না, ওটা বোকামি হবে। আমাদের হাতে অনেক সময় আছে।'

রাজা ডিউককে বুঝিয়ে অন্য ঘরে চলে গেলো। আমি এই সুযোগে বেরিয়ে পড়লাম খাটের নিচ থেকে। আপাতত নিরাপদ কোথাও টাকার থলেটাকে রাখতে হবে। পরে অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলা যাবে। আমি পিটার উইল্কস্ এর মরদেহ রেখে দেয়া কফিনের ঘরটাতে ঢুকে পড়লাম। মনে হচ্ছিলো কেউ এদিকে আসছে। আমি তাড়াহুড়ো করে কফিনে লুকিয়ে ফেললাম টাকার থলেটাকে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে দরোজার

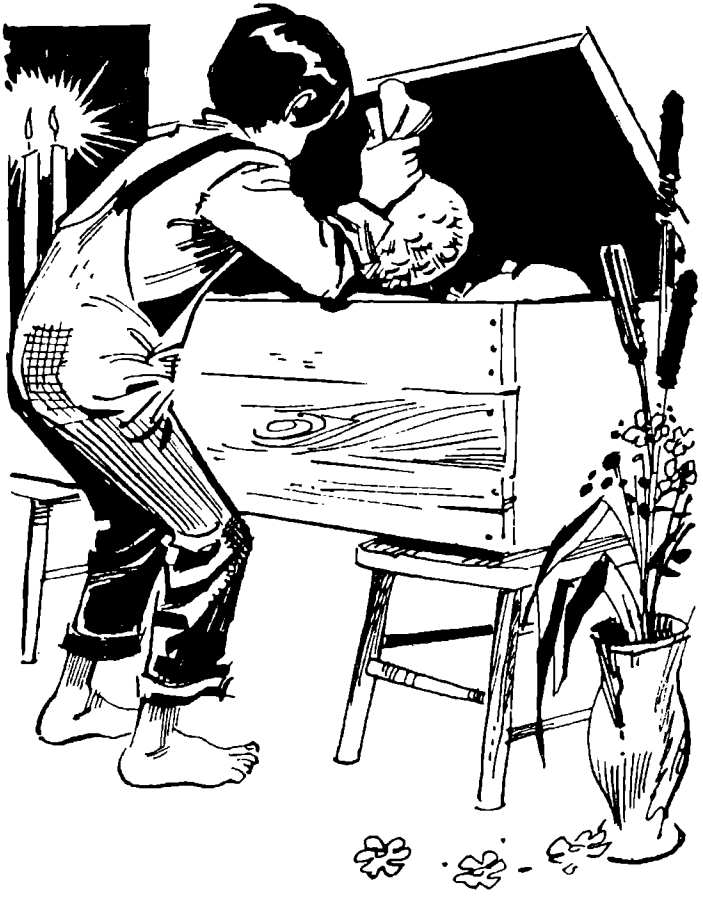

কফিনে লুকিয়ে রাখছে টাকার ব্যাগ

আড়ালে চলে গেলাম।

ঘরে ঢুকলো মেরি জেন। মৃত চাচার কফিনের পাশে বসে অনেকক্ষণ হাউমাউ করে কাঁদলো। মেয়েটা তার চাচাকে হারিয়েছে আবার টাকাটাও হারাবে– এটা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছিলো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, মেরি জেনকে সব কথা খুলে বলবো।

একটা মোমবাতি নিয়ে আমি মেরি জেন-এর ঘরের দিকে গেলাম। দরোজায় টোকা দেবার পর জেন দরোজা খুলে আমাকে ভেতরে আসতে বললো। চোখ দুটো লাল, তারপরও ওকে খুব সুন্দর লাগছিলো। আমি ওকে খুলে বললাম সব কথা। বললাম রাজা আর ডিউকের দুর্দান্ত ভন্ডামি আর প্রতারণার কথা। কীভাবে তারা মানুষ ঠকায় সব খুলে বললাম। তার

এবং তার মৃত চাচার সম্পর্কে কীভাবে ওরা জেনেছে সব খুলে বললাম মেরি জেনকে।

জেনকে খুবই বিমর্ষ লাগছিলো। মনে হচ্ছে এখনই কেঁদে ফেলবে। আমিআশ্বস্ত করলাম এই বলে যে তার কোনো ভয় নেই। তার টাকা নিরাপদে আমি সরিয়ে রেখেছি। অবশ্য তাকে এটা বলা হয়নি যে থলেটা কফিনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

আমি জেনকে প্রতিজ্ঞা করালাম যেন এখন এসব কথা সে কাউকে না বলে। আগে প্রতারকদুটোর ভন্ডামির কথা ফাস করে দিতে হবে। কীভাবে করবো আমি তাও ঠিক করে রেখেছিলাম।

সে আপাতত মুখ বন্ধ রাখবে বলে আমাকে জানালো। নদীতে ভেলার কাছে এবং জিমের কাছে ফিরে যাবার সময়টা আমার হাতে রাখার দরকার।

এটা অবশ্য জেনকে বলিনি। আমি শুধু বললাম, 'ওরা খুব ধূর্ত আর শয়তান। আমি ঘটনাচক্রে ওদের সাথে জড়িয়ে পড়েছি। এখন আমাকে ছুটতে হলে আরো কিছুক্ষণ ওদের সাথে থাকতে হবে। সেটা আমি চাই আর না চাই। তুমি জানো না আরো একজন লোক আছে আমার সাথে। এখনই সব কিছু ফাস হয়ে গেলে সে খুব বিপদে পড়বে।'

মেরি জেনের চোখ ভরে গেলো জলে। আমার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে সে বারবার ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলো। আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। মুখে কথা জড়িয়ে যাচ্ছিলো। আমি ধীরে ধীরে আমার ঘরে ফিরে এলাম।

খুব সকালে আমার ঘরের কলিং বেল বাজলো। দরোজা খুলতেই দেখি ডাক্তার রবিনসন দুজন বয়স্ক ফিটফাট ভদ্রলোক নিয়ে হাজির। দুজনের মধ্যে বড় জন কথা বলতে শুরু করলো এবং তার উচ্চারণ শুনেই আমি বুঝে গেলাম ওরা সত্যিকারের ইংরেজ।

হাকলবেরি ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো মেরি জেন

ডাক্তার রবিনসন পরিচয় করিয়ে দিলো, 'এরা দুজন পিটার উইল্কস্-এর আসল দু'ভাই। ইংল্যান্ড থেকে এসেছে। আজ ভোরে তারা জাহাজ থেকে নেমেছে। সমুদ্রে ঝড়ো বাতাসের জন্যে তাদের জাহাজ আসতে দেরি হয়েছিলো। এরা ছদ্মবেশী নয়, তাদের কাছে প্রমাণও আছে।'

নিজের চোখদুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি একটা বড় বাঁচা বেঁচে গিয়েছি, আমাকে আর প্রমাণ করতে হচ্ছে না ডিউক আর রাজা

পিটার উইক্স এর আসল দু'ভাই

যে দুই কুখ্যাত ভন্ড।

হঠাৎ ডিউক আর রাজা সেখানে এসে পৌঁছতেই তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। উপস্থিত দুই আগন্তুককে মিথ্যেবাদী বলছে রাজা। সে সরাসরি এগিয়ে এসে বললো, 'সমুদ্রে ঝড় হয়েছে, এ্যাঁ! মিথ্যেবাদীর দল। ভাবছো এটা বললেই সব পেয়ে গেলে! আমরাই প্রকৃত দাবিদার।'

উপস্থিত দুই আগন্তুককে মিথ্যাবাদী বলছে রাজা

ওদের কলজের জোর দেখে আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ি ভরে গেলো উৎসুক জনতায়। মেরি জেন তার কথা রেখেছে। সব ঘটনা খুলে বলেছে কিন্তু আমার নামটা একবারও উচ্চারণ করেনি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হলো শহরের উকিল। প্রথমেই সে দুই ইংরেজের কাছে প্রমাণ চাইলো। তারা জানালো সমুদ্রে ঝড়ের সময়

তাদের কাগজপত্র উড়ে গেছে। পরবর্তী জাহাজে তাদের কাগজপত্র নিয়ে তাদের লোক আসবে।

এই সুযোগটাকেই মোক্ষমভাবে ব্যবহার করলো রাজা। সে বলে চললো এই লোকদুটো কীভাবে ছদ্মবেশে প্রতারণা করতে এসেছে। বানানো গল্পটাকে কেউ যেন বিশ্বাস না করে।

ইংল্যান্ড থেকে আসা সাদা চুলের লোকটা একটা সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলো রাজাকে, 'যদি তুমি সত্যিকারে পিটার উইল্কস-এর ভাই হও তাহলে বলো পিটারের বুকে কী উল্কি আঁকা আছে?'

রাজা এক মিনিট চিন্তা করে বললো, 'একটি নীল রঙের তীর।'

ভদ্রলোক মুর্দাফরাশের দিকে ঘুরে বললো, তোমরা কি শুনেছ সে কি বললো?'

মুর্দাফরাশ মাথা নাড়লো, 'আমি কখনো ওর বুকে নীল রঙের উল্কি দেখিনি।'

'চমৎকার! তাহলে আমি এবার বলে দিচ্ছি, আমার ভাইয়ের বুকে পি-বি-ডব্লিউ আঁকা আছে। ছোটোবেলায় তার বুকে ওটা আঁকা হয়েছিলো

কিন্তু মুর্দাফরাশ বললো সে লাশের গায়ে কোনো উল্কি দেখেছে কিনা মনে করতে পারছে না।

সবাই অবাক। এরা কী জোরালো গলায় ডাহা মিথ্যে বলছে!

'ওরা সবাই প্রতারক।

এদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারো।

এদেরকে শহর থেকে জুতা মেরে বের করে দাও।'

কিন্তু উকিল টেবিল চাপড়ে বললো, 'ভাইসব আপনারা শান্ত হন, আমার কথা শুনুন। একটা উপায় আছে কে সত্যি বলছে তা প্রমাণ করার। আপনারা কফিনের ঢাকনা তুলে দেখুন লাশের বুকে কোনো উল্কি আঁকা আছে কি-না।

আমি বুঝে গেলাম রাজা আর ডিউকের ভাগ্যে এবার কী আছে। আমি নিশ্চিত জানি মেরি জেন এবং উকিল কফিনের ডালা খুলতেই টাকার ব্যাগটা পেয়ে যাবে। আর আমি তাকে যা বলেছি সব বলে দেবে।

বিক্ষুব্ধ জনতার উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছিলো। আমি সুযোগ বুঝে পেছনের দরোজা দিয়ে দিলাম এক ছুট। এক দৌড়ে চলে এলাম নদীর তীরে। যে নৌকা পেলাম সেটাতেই উঠে পড়লাম। তারপর খুঁজে ফিরলাম

পেছন দরোজা দিয়ে পালিয়ে গেল হাক

আমাদের ভেলা।

ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো। সেই আলোয় হঠাৎ ভেলাটাকে চোখে পড়লো। আনন্দে আমার চোখে পানি এসে গেলো। আমি চিৎকার করে ডাকলাম, 'জিম! জিম! তুমি কোথায়? আমরা প্রতারকের খপ্পর থেকে মুক্ত হতে পেরেছি। তুমি বেরিয়ে এসো।'

১২. টম সয়ারের আগমন

জিম ভেলায় নেই। ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার বুঝতে কষ্ট হলো না কী হয়েছে। ভেলাটা কারো চোখে পড়েছে এবং জিমকে দেখেই বুঝে গেছে সে পলাতক ক্রীতদাস। পুরস্কারের টাকা নেয়ার জন্যে সে জিমকে ধরে নিয়ে গেছে শহরে।

আমার গা কেঁপে উঠলো। জিম আমার বন্ধু।

আমি জানতাম দাসপ্রথা অবৈধ নয়, তবু জিমকে মুক্ত করার জন্যে আমার হৃদয়টা হাহাকার করে উঠলো। যেহেতু জিম আমারই জন্যে অপেক্ষা করছিলো..... যেহেতু জিম আমার বিশ্বস্ত বন্ধু....আমার জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই সে ধরা পড়েছে।

আমার মনটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। আমি জানি আইন অমান্য করা ঠিক নয়, কিন্তু অসহায় জিমকে আমার রক্ষা করতেই হবে। জিমের সাথে নদীতে আমার দিনগুলোর স্মৃতি মনের পর্দায় ভেসে উঠলো।

মনে পড়লো কীভাবে জিম আমার পাশে বসে থাকতো, গান গাইতো আর আমার উপকারী বন্ধুর মতো কত টুকিটাকি কাজ করে দিতো। যদি এটা আইনবিরোধী হয়, হোক। জিমকে আমার মুক্ত করতেই হবে।

এই সুন্দর পৃথিবীতে মুক্ত পাখির মতো উড়ে বেড়াবার অধিকার তারও আছে।

প্রথমেই আমাকে যেটা করতে হবে তা হলো খুঁজে বের করতে হবে তাকে ওরা কোথায় রেখেছে।

এটা মোটেই কোনো কঠিন কাজ নয়, দেশের এই প্রান্তে পলাতক ক্রীতদাস একটি বড় খবর। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানবে।

সে রাতে আমার কিছুই করার ছিলো না। আমি ভেলাটাকে শক্ত করে বাঁধলাম। তারপর সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালাম। ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নে দেখলাম জিমকে।

সূর্য ওঠার পরপরই আমি হেঁটে গেলাম শহরে। ভীষণ গরম আর ময়লা আবর্জনাময় একটা ছোট্ট শহর ওটা। শিশুরা নোংরা রাস্তায়ই খেলা করছে।

এক কৃষক দম্পতি ওয়াগনে তাদের গরুর জন্যে খাবার তুলছে। খুব স্বাভাবিক চোখে সবকিছু দেখেই হেঁটে চলছিলাম আমি।

তারপর আমি এক কৃষকের কাছে বসলাম বিশ্রাম নেয়ার জন্য। যেন হাঁটতে হাঁটতে ঘেমে গিয়েছি। কৃষকরা নিজেদের মধ্যে সে বছরের ফসল কেমন হবে এ নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠলো। আলোচনার এক পর্যায়ে এক কৃষক বললো তাদের আরেক কৃষক এক পলাতক ক্রীতদাসকে ধরেছে, নদীতে একটা পচা ভেলার ওপর থেকে। আমি কান খাড়া করলাম কিন্তু এমনভাবে বসে রইলাম যেন ওদের কথাবার্তায় আমার কোনো আগ্রহ নেই। ওদের কথাবার্তা থেকেই আমি আমার যে সব তথ্য

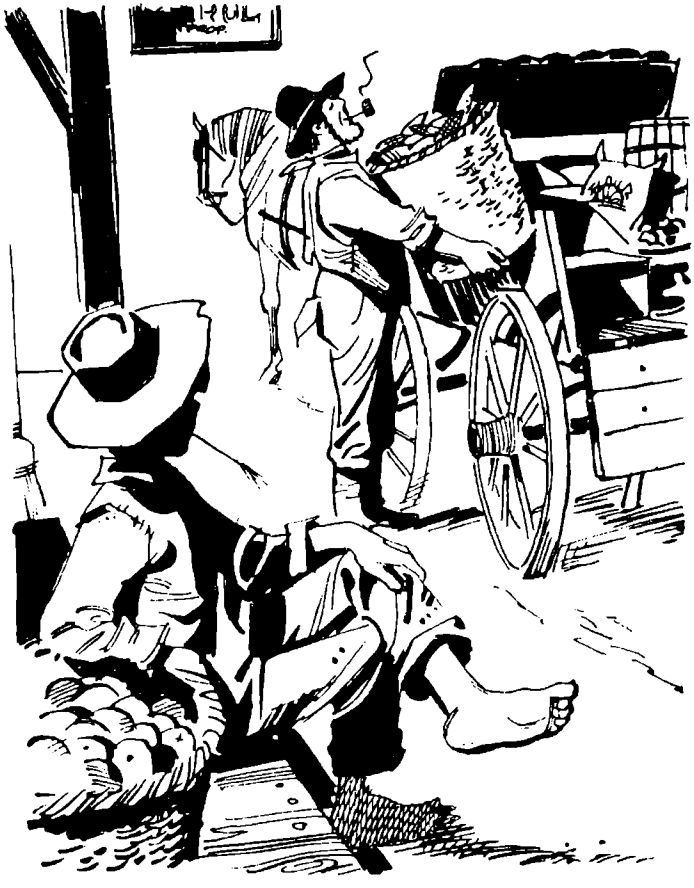

বিশ্রাম নেয়ার জন্য এক কৃষকের কাছে বসলো হাক

প্রয়োজন তা পেয়ে গেলাম। যে কৃষক জিমকে ধরে এনেছে তার নাম ফেল্পস্- পাশের জেলার কৃষক সাইলাস ফেল্পস্।

কৃষকদের সন্দেহের পাত্র হয়ে ওঠার আগেই সটকে পড়লাম। বনের পথ ধরে আমি পাশের জেলার দিকে যাত্রা শুরু করলাম। সেখানে পৌঁছানোর পর মনে হলো সবকিছু যেন স্থির, প্রাণহীন। রাস্তাঘাট বন্ধ-দিনের মতো। কৃষকরা সবাই মাঠে কাজ করছে। বাতাসে মশা আর মাছির ভনভনানি। সবকিছু প্রাণহীন। মনে হচ্ছিলো এটা যেন এক মৃতদের শহর। ফেল্পস্

এর খামার এখানেই, তুলার খামার। রাস্তার পাশের অন্যান্য তুলা খামারের মতোই ওটা। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে মনে করে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা না এঁটেই আমি ফেল্পস্ এর বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। আর ঠিক তখনই একজন মহিলা আমাকে দেখে খুশিতে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো। মনে হলো আমাকে দেখে সে দারুণ খুশি হয়েছে। যেন এতোক্ষণ আমার অপেক্ষাতেই ছিলো।

'শেষ পর্যন্ত এলে তাহলে! এত দেরি হলো!'

স্যালি খালার কথা যেন শেষই হয় না

আমি কিছু না বুঝেই ঝটপট বলে ফেললাম, 'হ্যাঁ, মাম। এলাম।'

মহিলা এগিয়ে এসে আমাকে পরম মমতায় বুকে জড়িয়ে ধরলো। খুশিতে তার চোখ বেয়ে পানি পড়ছে।

'টম, কতদিন তোমাকে দেখি না। এতোদিন কোথায় ছিলে? আমার কথা একবারও মনে পড়েনি?' এক নিঃশ্বাসে বলে চললো খালা। তার কথা যেন শেষই হয় না। আমাকে কিছুই বলার সুযোগ দিচ্ছিলো না। আমার

অবশ্য ভালোই হয়েছিলো। কিছু বলতে গেলে উল্টাপাল্টা হয়ে যেতে পারতো। মহিলা এক দমে আমাকে জিজ্ঞেস করলো সাথের মালপত্র কোথায় রেখে এসেছি, যাত্রাপথে কোনো সমস্যা হয়েছে কি-না, এতো দেরি কেন হলো, সবাই বাড়িতে ঠিকঠাক ফিরতে পেরেছে কি-না ইত্যাদি।

চুপচাপ তো বেশিক্ষণ থাকা যায় না। আমাকে কোনো না কোনো প্রশ্নের জবাব দিতেই হবে। আমি বানিয়ে বললাম, 'আমার মালপত্র ডিপোতে, যে জাহাজে করে আমি এসেছি তার যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছে। সেই জন্যেই এতো দেরি।'

ঘরের ভেতরে নিয়ে যাবার পর আমি সত্যিকারের অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। এমন সব প্রশ্ন করা হলো যার উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা আমাকে দেখতে এসে ভিড় করেছে। আমাকে সবার সাথে 'কাজিন টম' বলে পরিচয় করিয়ে দিলো মহিলা। আমি ছেলেগুলোর কাছ থেকে কৌশলে আমার পরিচয়টা জেনে নেবার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু সেটাও সম্ভব হলো না। মহিলা আমার পাশ থেকে নড়ছিলো না। এক পর্যায়ে জানতে পারলাম সে 'স্যালি খালা'। তবুও যা হোক তাকে সম্বোধন করার জন্যে একটা নাম পাওয়া গেলো।

মহিলা বকবকানি থামালো। ভাবলাম এবার দম নিয়েছে। কিন্তু খানিক পরেই আবার সে বলতে শুরু করলো, 'তুমি তো একবারও বললে না সিস আর বাসার অন্যান্যরা কেমন আছে। এবার আমি থামছি, তুমি ওদিকের খবরাখবর বলতে শুরু করো। সবার সম্পর্কেই বিস্তারিত বলো।'

বিপদ বলতে যা বোঝায় সেটা আমার ঘাড়ে এসে পড়লো। হঠাৎ মহিলা আমাকে ধরে একরকম জোর করে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিলো। তারপর বললো, 'তোমার খালু আসছে। তুমি লুকাও। ওকে চমকে দেবো।'

আমার মুখে কোন কথা নেই। মহিলার স্বামী বাসায় আসছে। সে তাকে চমকে দেবে। আমি উঁকি দিয়ে মাত্র একনজর মিঃ ফেল্পস্‌কে দেখতে পেলাম। তারপর খাটের আড়ালে চলে গেলো।

'তোমার বাবু আসছে! তুমি লুকাও, ওকে চমকে দেবো।'

মিঃ ফেল্পস্‌কে জিজ্ঞেস করলো মহিলা, 'কি, কাজিন টম আসেনি?'

ফেল্পস্ বললো, 'না।'

'কোনো বিপদ হলো কি-না কে জানে!'

এরপর মহিলা তার স্বামীকে জানালার পাশে নিয়ে গেলো। ফেল্পস্ ঘরের দিকটাতে পেছন ফিরেছে তখনই মহিলা নিচু হয়ে খাটের তলা থেকে

'কে আবার! টম সয়ার!'

আমাকে বের করার জন্যে টান দিলো। আমি বেরিয়ে এলাম। মহিলা তার স্বামীকে এবার এদিকে ঘুরিয়ে দিলো। তার মুখে আনন্দ জ্বলজ্বল করছে। বয়স্ক লোকটা আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বললো, 'এটা কে?'

মহিলা বললো, ' কে আবার! টম সয়ার!'

আমি পায়ের তলায় মাটি ফিরে পেলাম। তার মানে এখানে আমি টম সয়ার- আমার জীবনের সেরা বন্ধু। ভদ্রলোক আমার হাত ধরে অনেকক্ষণ

খুশিতে ঝাঁকালেন। মহিলার আনন্দের যেন শেষ নেই। যেন চাঁদ ফিরে পেয়েছে।

এখানে আমার পরিচয় জানতে পেয়ে যেমন আমি দুশ্চিন্তামুক্ত তেমনি তারাও আমাকে এখানে পেয়ে ভীষণ আনন্দিত। আর তাই পরের দু'ঘন্টায় আমাকে পলিখালা, সিস, টমের সৎভাই সিড সম্পর্কে যত প্রশ্ন করা হলো আমি গড়গড় করে সব জবাব দিয়ে দিলাম। আমার আর বিব্রত হবার কারণ রইলো না। অন্য যে কেউ হওয়ার চেয়ে টম সয়ার হওয়া আমার জন্যে খুবই সহজ। কারণ টম সয়ার-সম্পর্কে সব কিছুই আমার জানা।

নদীতে স্টিমারের শব্দ শুনে খানিকটা চিন্তা হলো। এই স্টিমারে টম সয়ার আসবে। তার মানে আমাকে আগেই গিয়ে ওকে আটকাতে হবে। ও এসে পড়লে আর আমি ওকে ইশারায় চুপ থাকার আগে যদি আমার নাম ধরে ডেকে ওঠে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সেটা হতে দেয়া যায় না। আমি ওদেরকে বললাম আমাকে মালপত্র আনতে শহরে যেতে হবে।

মিঃ ফেল্পস্ আমার সঙ্গে যাবার জন্যে বায়না ধরেছিলো কিন্তু আমি অনেক কষ্টে তাকে রেখে আসতে পেরেছি। ফেল্পস্ এর ওয়াগনে করে আমি শহরে যাচ্ছি। পথেই দেখা টম সয়ারের সঙ্গে। অন্য একটা ওয়াগনে চড়ে সে এদিকেই আসছে। আমি আমার ওয়াগনটাকে থামিয়ে ওর আসার জন্যে অপেক্ষা করলাম। চেঁচিয়ে বললাম, 'থামো!'

টম ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। তারপর শুকনো গলায় বারকয়েক ঢোক গিলে বললো, 'আমি তোমার কোনো ক্ষতি করিনি। তাহলে কেন ভূত হয়ে আমাকে মারতে এসেছো?'

টমের বিশ্বাস আমি ভূত হয়ে গিয়েছি। সে জানতো আমি নদীতে ডুবে মরে গিয়েছি। আমি হেসে ফেললাম। তারপর ওকে বুঝিয়ে বললাম আমি জীবিত। নদীর ঘটনাও ওকে সব খুলে বললাম। এও বললাম কেন আমি এখানে এসেছি, 'আমি জিমকে চুরি করে নিয়ে যেতে চাই এবং ওকে মুক্ত করে দিতে চাই।'

হাককে দেখে টম ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো

আমি জানতাম না টম এটাকে কীভাবে নেবে। সে এডভেঞ্চার পছন্দ করতো ঠিকই কিন্তু অনৈতিক কাজ সে পছন্দ করতো না। কিন্তু তার চোখ জ্বলজ্বল করলো আর আমার প্রস্তাব সমর্থন করে বললো সে আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে।

জিমকে পালাতে সাহায্য করবে টাম এটা জানতে পেরে আমার সাহস অনেকগুণ বেড়ে গেলো। ভাবিনি ওর সাহায্য পাব। আমি টমের মালপত্র আমার ওয়াগনে নিয়ে এলাম। ঠিক হলো আমি বাড়িতে পৌঁছানোর পর টম আসবে। এবং ভান করবে সে আমার সৎভাই সিড। আর এভাবেই আমরা দুজন ফেল্পস্-এর বাড়িতে থাকার সুযোগ পাবো এবং জিমকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করবো।

জিমকে পালাতে সাহায্য করবে টম

বাড়িতে ফিরে এসে দেখি ডিনার সামনে নিয়ে সবাই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আধঘন্টা পর টমের ওয়াগন এসে পৌঁছলো। স্যালি খালা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখলো। সে ভেবেছিলো অচেনা কোনো আগন্তুক। অতিশয় ভদ্র পরিবার বলে স্যালি খালা ও তার স্বামী টমকে ভেতরে আসতে বললো।

টম অপেক্ষা করছিলো তার জন্যে টেবিলে জায়গা করে দিতে। তারপর

একটা পারিবারিক উৎসব!

নিজের পরিচয় দিয়ে বললো সে সিড। টমকে দেখতে এসেছে।

মি. ফেল্পসের বাড়িতে সত্যিই একটা উৎসবের মত হয়ে গেলো। স্যালি খালা বুঝতে পারছিলো না কী করতে হবে। বাচ্চারা আনন্দে নেচে উঠলো যেন এটা কোনো পারিবারিক উৎসব। আমরা ডিনার শেষ করলাম। টেবিলে প্রচুর খাবার। সবকিছুই গরম আর মজাদার। কিন্তু জিমের চিন্তা সবসময়ই আমার মাথায় ঘুরছিলো।

প্রিয় বন্ধুকে এ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলছে হাক

১৩. জিম-এর মুক্তির পরিকল্পনা

আমার 'খুন' হয়ে যাবার ঘটনাটা সবার মুখে ছড়িয়ে পড়ার আর প্যাপের উধাও হয়ে যাবার ঘটনা বললো টম। প্যাপকে শহরে আর কোথাও চোখে পড়েনি। টমকে আমি 'ননশাস' নাটকের ঘটনা খুলে বললাম। বললাম ভেলায় আমাদের এ্যাডভেঞ্চারের কথা। তারপর আলোচনা করলাম

জিমকে কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে তা নিয়ে।

'দেখো হাক, আমরা কী বোকা! সহজ জিনিসটা একবারও মাথায় আসেনি।'

উত্তেজিত গলায় বললো টম, 'আমি নিশ্চিত জিমকে ওরা কোথায় রেখেছে।'

'কী বলো! কোথায়?'

'হাক, আমার আসার পথে খামারের পাশে একটা ছোট্ট কুটিরে একজন চাকরকে ঢুকতে দেখেছি। তার হাতে খাবার ঘরটির দরোজায় তালা দেয়া। তার মানে ভেতরে রয়েছে একজন বন্দী। আর সেই বন্দীটা আর কেউ না, জিম। খাবারটাও জিমের জন্যে।'

টমের বুদ্ধি আমাকে অবাক করলো। ওর 'ঘিলু'টা আমার মাথায় যে কেন হলো না! আমি জানতাম টম জিমকে মুক্ত করার জন্যে জটিল কোনো পরিকল্পনা করবেই করবে। সহজ উপায়ে সে জিমকে মুক্ত করবে না।

কিছুক্ষণ পরেই টম বললো, 'আমাদেরকে ভাবতে হবে কী করে একটি রহস্যময় ও চমৎকার পরিকল্পনা করা যায় জিমকে বন্দীশালা থেকে বের করার জন্যে।'

আমি বললাম, 'দেয়াল ফুটো করে জিমকে টেনে বের করে আনলেই তো হয়।'

টম হাসলো,' এটা খুবই সাদাসিধে কাজ। ভাবছি আরো জটিল উপায় কী হতে পারে।' বলেই কিছুক্ষণ চিন্তা করলো টম। তারপর চিৎকার করে বললো, 'পেয়েছি। আমরা মাটির নিচ দিয়ে গর্ত খুঁড়ে জিমকে বের করে আনবো। দেয়াল ফুটো করার চেয়ে এর মধ্যে এ্যাডভেঞ্চার আছে বেশি। কাজটা কঠিন হলেও সম্ভব।'

আমরা টমের পরিকল্পনাটা নিয়ে আলোচনা করলাম। ঠিক করলাম তার আগে জিমকে দেখতে যাবো।

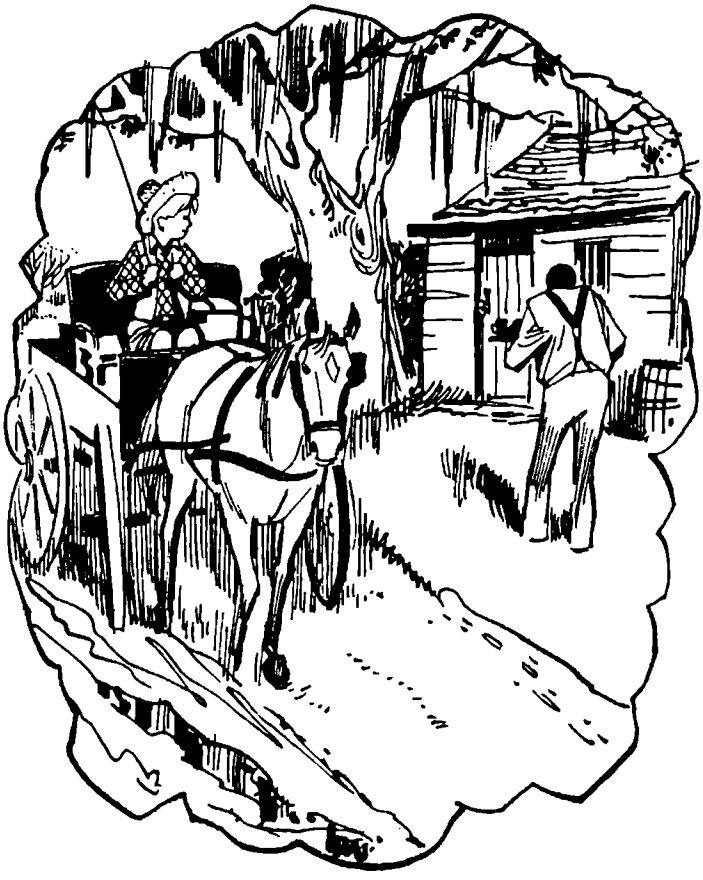

খাবার হাতে ছোট্ট কুটিরে চাকরকে ঢুকতে দেখলো টম

যে চাকরটা জিমের জন্যে খাবার নিয়ে যায় আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। চাকরটাকে আসতে দেখে আমরা তার পিছু পিছু গেলাম। টম চাকরটার হাতে একটা ডলার গুঁজে দিলে আমাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিলো। চাকরটাকে বলিনি যে জিমকে আমরা চিনি। আমরা বলেছি একজন সত্যিকারের পলাতক ক্রীতদাসকে কাছ থেকে কোনোদিন দেখিনি বলেই তাকে দেখতে এসেছি।

আমাদেরকে দেখে জিম খুশিতে আটখানা হয়ে গেলো। আনন্দে চিৎকার করে উঠতে চাচ্ছিলো।কিন্তু টম ঝুঁকে ঠোঁটে আঙুল চেপে বললো যেন ও না বলে দেয় যে আমরা তার পরিচিত। এও বলা হলো যদি জিম রাতে তার ঘরের নিচে কোনো খোঁড়াখুঁড়ির শব্দ শোনে তাহলে বুঝবে ওটা আমাদের কাজ, তাকে মুক্ত করার জন্যে।

টমের চাই আরো জটিল পরিকল্পনা

জিম কৃতজ্ঞতায় আমাদেরকে জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু পরদিন সকালেই আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে হা-পিত্যেস করলো টম। তার চাই আরো জটিল পরিকল্পনা।এর মধ্যে জটিল কোনো বিষয় নেই। ছিঁচকে চোরের কাজ এটা। পথে কোনো প্রহরী নেই যে তাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে রাখবে, কোনো কুকুর নেই যে তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে

দেবে, খুবই সাদাসিধে কাজ। এত সাদাসিধে কাজ করতে তার ভালো লাগে না।

জিমকে যে শিকল পরিয়ে রাখা হয়েছে সেটা খাটের পায়ার সাথে আটকানো।

খাটটা একটু তুললেই জিমের শিকল বেরিয়ে আসবে। এমন মোটা মাথার কাজ সে কখনো দেখেনি। নিজেদেরকেই কাজটা জটিল এবং কঠিন করে তুলতে হবে।

টম বললো সবার আগে আমাদের প্রয়োজন একটি ছোট্ট করাত।

করাত দিয়ে কী করবে বলতেই রেগে গেলো টম, 'করাত দিয়ে কী করবো? জিমকে যে খাটের পায়ায় আটকে রাখা হয়েছে সেটা কাটতে করাত লাগবে না?'

আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে সহজ পথে টম জিমকে মুক্ত করবে না। করাতের সঙ্গে তার দড়িও লাগবে। মই তৈরি করার জন্যে।

সে রাতেই আমরা কুটিরের নিচে গর্ত খুঁড়তে শুরু করলাম। কাজটা ছিলো কঠিন, আমরা ঘেমে গিয়েছিলাম। দুই আড়াই ঘন্টার পরিশ্রমে আমরা কাজটা শেষ করতে পারলাম।

জিমের খাটের নিচ দিয়ে উঠলাম আমরা। টমের নিয়ে আসা মোমবাতির আলোয় দেখা গেল জিম আরাম করে ঘুমুচ্ছে।

আমরা আলতোভাবে ওকে ডেকে তুললাম। জিম খুশিতে কেঁদে ফেললো।

জিম ভেবেছিলো সে রাতেই আমরা তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো। কিন্তু টম বললো ওটা খুবই সহজ হয়ে যায়। কোনো মজা থাকে না।

আমরা জিমকে আমাদের পরিকল্পনার কথা সব খুলে বললাম। যে কোনো মুহূর্তে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনার কথাও বললাম।

কুটিরের নিচে গর্ত খুঁড়ছে ওরা

জিমকে বললাম কোনো চিন্তা না করতে। আমরা তাকে মুক্ত করতে যা করা দরকার করছি। জিম তার নিজের কথা বললো। এখানে তার অসুবিধে হচ্ছে না। ফেল্পস্ ও তার স্ত্রী ভালো লোক। প্রতিদিন একবার তারা তাকে দেখতে আসে। প্রচুর খাবার দেয়। সেই রাতে টম তার পরিকল্পনায় নতুন কিছু যোগ করলো। একটা চিঠি লিখলো সে–

সাবধান, তোমাদের বিপদ আসন্ন।

-অচেনা বন্ধু

টম বললো, 'এটা আমাদের কাজটাকে জটিল ও ভয়াবহ করে তুলবে।' পরের রাতে টম একটা মাথার খুলি ও লাল রঙের একটি বিপদ সঙ্কেত 'ক্রসচিহ্ন' আঁকলো কাগজে। তারপর ওটাকে দরজার নিচে রেখে দিলো। তার পরের রাতে সে একটি কফিন এঁকে ফেল্পস্ এর দরোজার নিচে রেখে দিলো। ভয়ে সবার অবস্থা খারাপ।

কেউ বাসায় এসে কলিংবেল চাপলেই স্যালি খালা ভয়ে কেঁপে ওঠে, কোনোকিছু পড়ার শব্দে হলে সে আঁৎকে ওঠে। সুতরাং ওষুধে কাজ

উড়ো চিঠি মাদুরের নিচে ঢুকিয়ে দিচ্ছে টম

হয়েছে। এরপর চরমপত্র দেবার সময় হলো। পরদিন সকালে আমরা আরেকটা চিঠি লিখলাম। কিন্তু ফেল্পস্ এবার সব দরোজায় প্রহরী রেখেছে। স্যালি খালা এতো ভয় পেয়েছে যে তার স্বামীকে চাকরের মতো সারা দিন-রাত দরোজার সামনে বসিয়ে রেখেছে।

টম অপেক্ষায় ছিলো কখন কোনো প্রহরীর ঘুম পায়। তখনই সে মাদুরের নিচে চিঠিটা ঢুকিয়ে দেবে। চিঠিতে লেখা–

আমার সাথে প্রতারণা করো না। আমি তোমাদের বন্ধু হতে চাই। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে কয়েকজন

বিছানায় যাচ্ছে পা টিপে টিপে

ভয়ংকর ডাকাত আজ রাতে তোমাদের ধরে আনা ক্রীতদাসকে ছিনিয়ে নিতে আসবে। তারা তোমাদেরকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে যাতে তোমরা ভয়ে চুপ করে ঘরে বসে থাকো আর তাদের কাজটা করতে অসুবিধা না হয়। আমি ডাকাতদলের একজন। কিন্তু আমি এখন ভালো হয়ে গিয়েছি এবং তোমাদের উপকার করতে চাচ্ছি। আজ মধ্যরাতেই তারা আসবে। তাদের কাছে নকল চাবি আছে। তারা তালা খুলে ঘরে ঢুকবে। তোমরা খেয়াল রাখবে কখন তারা তালা খোলে। তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেই তোমরা বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দেবে। মনে রেখো, তোমাদের ভালোর জন্যেই বলছি আমি যা বলি সেটাই করবে।

–অপরিচিত বন্ধু

চিঠিটাকে মাদুরের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে বিছানায় চলে গেল টম।

নদীতে মাছ ধরার মজাই আলাদা

১৪. জিম-এর পলায়ন

সকালে নাস্তা খাবার পর মনটা ফুরফুরে লাগছিলো। আমরা ডিঙি নিয়ে নদীতে ভাসলাম। মাছ ধরলাম, নদীতে মাছ ধরার মজাই আলাদা। তারপর দুপুরে খাবার শেষ করে বাসায় ফিরলাম। সবাই ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলো। তারা জানতো না আমরা ঠিক কোথায় গিয়েছি। আমাদেরকে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। চিঠির কথা কিছুই বলা হলো না।

এগারোটার দিকে টম জানালা দিয়ে লাফিয়ে নামলো। তারপর এগিয়ে গেলো কুটিরের দিকে। আমি উঠোনে নেমে দেখি অনেক লোকের ভিড়। জনা পনেরো কৃষক। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। আমার জ্ঞান হারাবার

জানালা দিয়ে চুপিসারে নামছে হাক

অবস্থা। আমি একটি চেয়ারের গায়ে এলিয়ে পড়লাম। সবাই ভড়কে গেলো। প্রত্যেকেই এসেছে আজ রাতে জিমকে ছাড়িয়ে নিতে আসা ডাকাতদের পাকড়াও করার জন্যে। আমি আরেকবার অবাক হলাম টম এর এ্যাডভেঞ্চারের জ্ঞান কত বিস্তৃত এটা ভেবে।

স্যালি খালা আমাকে দেখামাত্র বকলো। আমাকে জোর করে ঘরে পাঠিয়ে দিলো।

আমি জানালা দিয়ে চুপিসারে নেমে গেলাম। তারপর এক ছুটে দৌড়ে গেলাম কুটিরের দিকে। এমন দৌড় আমি আগে কোনোদিন

দিইনি। গলা দিয়ে শব্দ বের হচ্ছিলো না।

হড়বড় করে টমকে বললাম আমাদের একটা মুহূর্তও দেরি করার সময় নেই। তার চোখে উত্তেজনা দেখলাম কিন্তু তাকে মোটেই ভীত বা চিন্তিত মনে হলো না।

আমি আর টম খোড়া গর্ত দিয়ে ঢুকে গেলাম জিমের কুটিরে। কিছুক্ষণ পরেই একদল লোকের পায়ের শব্দ কানে এলো। তারা এদিকেই আসছে। তাদের তালা নাড়াচাড়ার শব্দও শুনলাম।

কিছুক্ষণ পরেই তারা ভেতরে ঢুকলো। জিম, টম ও আমি খাটের নিচ দিয়ে যে গর্ত খুঁড়েছি তাতে নেমে পড়লাম।

বাইরে বের হয়ে অন্ধকারে খামারের বেড়ার দিকে ছুটলাম আমরা।

জিম আর আমি চোখের পলকে বেড়াটাকে পেরিয়ে গেলাম কিন্তু টমের পা আটকে গেলো বেড়ার রেলিং-এর খুটির সাথে। টানাটানি করতেই হঠাৎ ঝন্‌ঝন্ শব্দ হলো। পরমুহূর্তেই কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো, 'কে ওখানে? কে? কথা না বললে গুলি করবো।'

আমরা কোনো জবাব দিলাম না। অন্ধকারেই দৌড়ে পালালাম। আর তখনই দ্রিমদ্রিম গুলির শব্দ। বাতাসে চাবুক মেরে গুলি ছুটে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওই তো ওরা পালাচ্ছে। কুকুরগুলোকে ছেড়ে দাও।'

আমরা দৌড়ে যাচ্ছিলাম নদীর দিকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কুকুরগুলো আমাদেরকে ধরে ফেললো। কিন্তু ওগুলো ছিলো আমাদেরই চেনা কুকুর। কুকুরগুলো যখন দেখলো পরিচিত লোক তখন ঘেউ ঘেউ করতে করতে অন্যদিকে ছুটলো।

এক ছুটে গিয়ে ডিঙিতে উঠলাম আমরা। নদীর তীরে কুকুরগুলোর চিৎকার আর মানুষের কথা বলার শব্দ কানে আসছিলো।

ওরা আমাদেরকে দেখতে পায়নি। দূরত্ব বাড়ার সাথে ধীরে ধীরে

শব্দগুলো ক্ষীণ হয়ে এলো। নিশ্চিন্তে আমরা আমাদের ভেলার কাছে পৌঁছে গেলাম।

আমি বসেছিলাম জিমের পাশে। ওকে খুব আনন্দিত আর গর্বিত মনে হচ্ছিলো। 'শোনো জিম, এখন তুমি একজন স্বাধীন মানুষ। আর কোনোদিন তোমাকে কারো দাস হতে হবে না।'

আমাদেরও আনন্দের সীমা ছিলো না। সবচেয়ে বেশি আনন্দিত মনে হচ্ছিলো অপারেশনের নায়ক টমকে। এরপর টমের মুখে যা শুনলাম তা

জিম এখন স্বাধীন মানুষ

আমাদের আনন্দকে অনেকটা ম্লান করে দিলো। ওর হাঁটুতে গুলি লেগেছে।

এই পরিস্থিতিতে আমাকে আর জিমকেই কিছু একটা করতে হবে। ক্ষতটা টমকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে ফেলছিলো। রক্তও পড়ছিলো বেশ।

টমের পা ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে হাক

আমরা ওকে শুইয়ে দিলাম। তারপর শার্টের হাতা ছিড়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলাম ক্ষতস্থানে। টম চাচ্ছিলো নিজে নিজেই সবকিছু করতে। এটাকেও সে এ্যাডভেঞ্চারের অংশ মনে করছে। আমি বললাম, 'এখন আমাদের কী করা উচিৎ, জিম?'

জিম বললো, 'একজন ডাক্তার খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের নড়াচড়া করানো ঠিক হবে না।'

আমার মনে হচ্ছিলো ডাক্তারের কাছে গেলেই আমাদের অভিযান ভেস্তে যাবে। কিন্তু টমকে নিয়েই ভাবতে হবে সবার আগে। আমি জিমকে বললাম জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে কোথাও লুকিয়ে থাকতে। ভেলায় আরাম করে টমকে শুইয়ে দিয়ে ভেলাটাকে শক্তভাবে বেঁধে ফেললাম নদীর তীরে একটা গাছের সাথে। এরপর ডিঙি নিয়ে নদীটা পার হয়ে শহরের দিকে গেলাম ডাক্তারের খোঁজে।

ডাক্তারের সন্ধান পেতে কষ্ট হলো না। ছোট্ট শহরের সবাই জানে ডাক্তার কোথায় থাকে। দরোজায় শব্দ করার পর বেরিয়ে এলো ডাক্তার। তাকে এক পলক দেখে বললাম, 'আমি আর আমার ভাই স্প্যানিশ দ্বীপে শিকারে বেরিয়েছিলাম। আমার ভাই একটা হরিণ দেখতে পেয়ে গুলি ছুঁড়ে। কিন্তু ভুলক্রমে সেই গুলিটা তার নিজের পায়ে লেগে যায়। আপনার সাহায্য আমার ভীষণ প্রয়োজন।' আমি ডাক্তারকে অনুরোধ করলাম যেন সে আমার সাথে গিয়ে ভাইয়ের চিকিৎসাটা করে দেয়।'

ডাক্তারকে খানিকটা কৌতূহলী দেখালো। ডাক্তারী ব্যাগটা নিয়ে আমার সাথে ডিঙির কাছে এলো। তারপর বললো, 'মনে হচ্ছে দুজন এক সাথে ডিঙিতে উঠলে ডুবে মরতে হবে।'

'কিন্তু ডাক্তার সাহেব, এটাতে চড়েই আমরা দু'জন দ্বীপে গিয়েছি। ভয়ের কিছু নেই।'

'কিন্তু তোমার কথায় আমি ভরসা পাচ্ছি না বাছা। একটা কাজ করো, তুমি এখানেই থাকো, আমি ডিঙি নিয়ে তোমার ভাইয়ের কাছে যাই।'

ডাক্তারের কথা আমার পছন্দ হলো না। কিন্তু ততোক্ষণে সে ডিঙি ছেড়ে দিয়েছে। আমি ভীষণ চিন্তায় পড়লাম। টমের পা ঠিক হতে যদি কয়েকদিন লেগে যায়? ততদিন আমি কী করবো? টম সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এখানে শুয়ে থাকবো? এটা হয় না।

ঠিক করে ফেললাম যদি টমের সুস্থ হতে কয়েকদিন লেগেও যায় আর ডাক্তার ততোদিন সেখানে থাকে, আমিও থাকবো। কিন্তু ভয় হচ্ছে যদি

ডাক্তার জিমের সম্পর্কে থলের বিড়াল বের করে দেয়? সেটা হবে জিমের সত্যিকারের বিপদ। ও এ জীবনে আর স্বাধীনতার মুখ দেখবে না। আমাকে অবশ্যই টমের কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সবকিছুর ওপর নজর রাখতে হবে। কিন্তু সেই রাতে আমার পক্ষে আর টমের কাছে ফেরা সম্ভব হলো না। আমি নদীর তীরেই একটা গাছের গুড়ির ওপর রাত কাটিয়ে দিলাম। ঘুম ভাঙলে দেখি সূর্য উঠে গেছে। আমি ডাক্তারের

হঠাৎ চোখের সামনে পড়ে গেল মি. ফেল্পস্

বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানা গেলো ডাক্তার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে আর ফিরে আসেনি।

মনে হচ্ছে টমের সমস্যাটা গুরুতর। সুতরাং ওর কাছে আমাকে যেতেই হবে। আমি নদীর দিকে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। মাত্র ঘুরে দাঁড়িয়েছি হঠাৎ চোখের সামনে পড়ে গেলো মিঃ ফেল্পস্।

'আরে টম! তুমি এতোক্ষণ কোথায় ছিলে? সবাই তোমাকে আর সিডকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় অস্থির।'

আমার মাথা ঠিকমতোই কাজ করছিলো। আমি বললাম, 'সিডের জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা ভালোই আছি। ডাকাতগুলোকে তাড়িয়ে নিতে নিতে আমরা নদীর দিকে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু একসময় ওদেরকে

হারিয়ে ফেলি। মনে হলো ওরা নদী পার হয়ে চলে যেতে পারে। তারপর একটা ডিঙি নিয়ে আমরাও নদীতে তাদের পিছু নিই। নদী পার হয়ে ওদেরকে খুঁজে পাইনি। আমরা ক্লান্ত হয়ে নদীর পাড়ে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘন্টাখানেক আগে ঘুম ভাঙলে শহরে এসেছি খবরাখবর জানতে। আর সিড গেছে পোস্ট অফিসে সংবাদ নিতে।

আমরা পোস্ট অফিসে গিয়ে 'সিড'কে পেলাম না। সে ওখানে থাকলে তো পাবো! আমি বললাম অপেক্ষা করতে কিন্তু মিঃ ফেল্পস্ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অধৈর্য হয়ে পড়লো। বললো তার সাথে বাসায় চলে যেতে। আমি 'সিড'-এর জন্যে অপেক্ষা করতে চাচ্ছিলাম কিন্তু সে রাজি হলো না।

বাসায় ফেরার পর আমাকে দেখে স্যালি খালা আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। বাড়িভর্তি মানুষ ডাকাতদল, জিম আর গত রাতের ঘটনা নিয়ে আলোচনায় মেতেছিলো।

রাতের খাবার খেয়ে উঠলাম তবু 'সিড'-এর কোনো খোঁজ নেই। স্যালি খালাকে খুব উদ্বিগ্ন লাগছিলো। কাল সকালে শহরের সবখানে লোক পাঠিয়ে তার খোঁজ করা হবে।

আমি বিছানায় গেলে স্যালি খালা মোমবাতি নিয়ে আমার কাছে এলো। আমার জন্য তার মমতার শেষ নেই। নিজের অপকর্মের জন্যে আমার ভীষণ খারাপ লাগছিলো।

স্যালি খালার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। বিছানায় আমার পাশে বসে সে অনেকক্ষণ কথা বললো। বললো সিডের মতো একটা চমৎকার ছেলে হয় না। আমার বর্ণনা মতে 'সিড' পানিতে ডুবে মারা গেছে ভেবে খুব দুঃখ করলো। স্যালি খালার চোখ বেয়ে পানি পড়ছিলো। আমার নিজেরও খারাপ লাগলো। সে চলে যাবার সময় আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'দরোজা জানালা সবই খোলা থাকবে। তবে তুমি পালিও না, আমার কসম।'

মমতার শেষ নেই স্যালি খালার

স্যালি খালার কথায় আমার পরিকল্পনাটা মুখ থুবড়ে পড়লো। এভাবে বলার পর কী করে পালাই? ওদিকে টম আর জিম-এর চিন্তা মাথা থেকে নামছে না। অনেক চেষ্টা করেও এক ফোটা ঘুম এলো না চোখে।

খাটিয়ায় শায়িত অবস্থায় টম

১৫. টম-এর স্বীকারোক্তি

নাস্তা খাবার আগেই মিঃ ফেল্পস্ শহরে গেলো। কিন্তু টমের কোনো খোঁজ পেলো না। স্যালি খালা আর সে টেবিলের কাছে মন খারাপ করে বসে আছে। কারো মুখে কথা নেই। হঠাৎ জানালা দিয়ে স্যালি খালা কিছু একটা দেখেই লাফিয়ে উঠলো। তার দেখাদেখি আমিও।

বাড়ির দিকে এক দল লোক মিছিলের মতো ছুটে আসছে। এই দলে আছে ডাক্তার সাহেব, দু'হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা জিম আর একটা খাটিয়ায় শায়িত অবস্থায় টম।

স্যালি খালা টমের দিকে দৌড়ে গেলো, কাঁদতে কাঁদতে।

'হা ঈশ্বর! ও কী মরে গেছে! আমি জানতাম!'

কিন্তু টমকে মাথা নাড়াতে আর বিড়বিড় করতে দেখে নিশ্চিত হওয়া গেলো সে মরে যায়নি।

টমকে ধরে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো। জিমকে ওরা কী করে সেটা দেখার জন্যে আমি লোকগুলোকে অনুসরণ করছিলাম।

কেউ কেউ বলছিলো ওকে হাত-পা বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখতে যেন অন্যান্য ক্রীতদাসদেরও এটা দেখে শিক্ষা হয়।

কেউ কেউ আবার এর বিরোধিতাও করছিলো, যদিও তারা পালিয়ে যাবার জন্য জিমকে ধিক্কার দিচ্ছিলো।

কিন্তু জিম একটি বারের জন্যেও মুখ খোলেনি। সে বলেনি আমাকে এবং টম সয়ারকে সে চেনে, এমনকি আমরা কী কান্ড করেছি সে কথাও সে বলেনি।

ইতোমধ্যে তারা জিমকে কুটিরে নিয়ে আবারো হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে দিয়েছে। কয়েকজন কৃষক রয়েছে পাহারায়।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে বললো, 'টমকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। শীঘ্রই ঠিক হয়ে যাবে। তবে জিমের সাহায্য ছাড়া টমের জীবন বাঁচানো সম্ভব ছিলো না।'

ডাক্তার আবার বললো, 'আমি দ্বীপে গিয়ে দেখি, টমের গায়ে বিদ্ধ গুলিটা বের করতে আমার কারো সাহায্য লাগবেই। কিন্তু ছেলেটার অবস্থা এতো খারাপ ছিলো যে ওকে কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

তার অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়ে পড়ছিলো।

জিমের হাতে পায়ে আবারো শিকল

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে কারো সাহায্য ছাড়া ছেলেটাকে বাঁচাতে পারবো না। তখন আমি চিৎকার করে ডাকি 'কেউ কি আছো? আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ কি কোথাও আছো? আহা! ছেলেটা মরে যাচ্ছে। কেউ কোথাও থাকলে চলে এসো। কারো সাহায্য না পেলে ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে না।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বনের ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে একজন লোক

কারো সাহায্য না পেলে ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে না

আমার দিকে এগিয়ে এলো। সে সাহায্য করতে প্রস্তুত। খুবই ভালোভাবে সাহায্য করলো সে। আমি বুঝে ফেলেছিলাম সে একজন পলাতক ক্রীতদাস। আমি তাকে সাথে করে নিয়ে এলাম। কিন্তু লক্ষ করলাম সে একবারও পালাতে চেষ্টা করেনি কিংবা ছেলেটাকে ছেড়ে দূরে যায়নি। সে খুবই বিশ্বস্ত একজন ক্রীতদাস।'

ডাক্তারের কথায় সবার মন খানিকটা নরম হলো। আর আমি মনে মনে

জিম সম্পর্কে একটা ইতিবাচক ধারণা সবার মনে ছড়িয়ে দেবার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানালাম ডাক্তারের প্রতি।

কিন্তু আমি কীভাবে টমের গুলি খাবার ঘটনাটা খুলে বলবো সেটা বুঝতে পারছিলাম না। আমার হাতে অবশ্য অনেক সময় ছিলো। স্যালি খালা সারাক্ষণ বসেছিলো টমের পাশে। পরদিন সকালে শুনলাম টম অনেকটাই ভালো হয়ে উঠেছে। স্যালি খালা কোথাও গেছে এই সুযোগে আমি টমের কাছে গেলাম। কিন্তু টম ঘুমাচ্ছিলো, আয়েশি ঘুম। তাকে মলিন লাগছিলো খুব, এখানে নিয়ে আসার সময় তার মুখের সেই চিন্তার রেখাটা এখন নেই। আমি টমের পাশে বসে রইলাম ওর ঘুম ভাঙার অপেক্ষায়। সে নড়েচড়ে উঠলো এই সময় স্যালি খালা ঘরে এলো।

চোখ খুলেই কথা বলতে শুরু করলো টম। জিমকে মুক্ত করার জন্য সে গর্বিত। গর্বের সাথে বলেই চললো সে কী জিমকে মুক্ত করার জন্যে আমরা কী করেছি সে সব কথা। আর এতে কী উত্তেজনা অনুভব করেছি সব বললো।

স্যালি খালা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

'তার মানে আমাদেরকে ভয় দেখানোর সব পরিকল্পনা তোমাদের মাথার?'

কিন্তু টম জিম সম্পর্কে বেশ উদ্বিগ্ন ছিলো। খালা বললো জিম বন্দী অবস্থায় কুটিরে আছে। ওর জন্যে চিন্তা করতে হবে না।

'কিন্তু ওকে আটকে রাখার অধিকার কারো নেই। ওকে ছেড়ে দাও। ও ক্রীতদাস নয়। এই পৃথিবীর যে কোনো মানুষের মতো ওরও স্বাধীনতা আছে। তার মালিক মিস ওয়াটসন দু'মাস আগে মারা গেছে। ওকে বিক্রি করার পরিকল্পনার জন্যে সে লজ্জিত হয়ে স্বেচ্ছায় ওকে ছেড়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু ওকে মুক্ত দেখেও কেন মুক্ত করতে চাও?'

'এই এ্যাডভেঞ্চারের জন্যেই।' বললো টম।

ঠিক তখনই টমের পলি খালা এসে হাজির। তার মানে সব গোপন এবার ফাস হয়ে যাবে। সেন্ট পিটারসবার্গ থেকে সে ছুটে এসেছে এখানে কি হচ্ছে সেটা দেখার জন্যে। প্রথমেই সে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'হাক ফিন! তুমি জীবিত? এখানে কি করে এলে?'

স্যালি খালা যেন কিছুই বুঝছিলো না। সে এতোদিন জানতো আমি টম

আর টম হচ্ছে সিড। এরপর আমি আর টম সব ঘটনা খুলে বললাম। পলি খালার কাছে আমাদের স্বভাব-চরিত্র জানার পর স্যালি খালা বিশ্বাস করলো।

যত শীঘ্র সম্ভব জিমকে মুক্ত করে দেয়া হলো। সে টমকে দেখতে এসেছে। স্যালি খালা জিমকে পেটপুরে খেতে দিলো। তারপর আমরা সবাই গোল হয়ে বসে গল্প শুরু করলাম। আমাদের জন্যে ধরা পড়ায় আর ওর সব উপকারের প্রতিদানস্বরূপ টম জিমের হাতে চল্লিশ ডলার গুঁজে দিলো। আমাদের গল্প যেন শেষ হচ্ছিলো না। হঠাৎ দেখলাম ভ্রুঁ কুচকে

টমের নতুন পরিকল্পনা

কী যেন ভাবছে টম। তার মানে সে নতুন কোনো এডভেঞ্চারের পরিকল্পনা করছে, 'এই হাক আমরা তিনজন অদ্ভুত পোশাক পরে নতুন কোনো অভিযানে বেরিয়ে পড়ছি না কেন?'

'তাহলে তো বেশ হয় টম।' বললাম আমি, 'কিন্তু পোশাক কেনার টাকা যে আমার হাতে নেই। আমার ধারণা প্যাপ জজ থ্যাচারের কাছে গিয়ে আমার সব টাকা তুলে নিয়েছে।'

কিন্তু জিম বললো অন্য কথা। সে বললো, 'আমরা যখন জ্যাকসন্স দ্বীপে তখন ঘরের মতো কিছু একটা নদীতে ভাসতে দেখছিলাম। এগিয়ে গিয়ে

গুলি দিয়ে গলার চেইনের লকেট বানিয়েছে টম

দেখি একটা মৃতদেহ। প্যাপের লাশ।'

তার মানে প্যাপ মারা গেছে আর টাকাটাও অক্ষত আছে।

টম এখন সুস্থ। যে গুলিটা তার পায়ে লেগেছিলো সেটা দিয়ে চেইনের লকেট বানিয়ে গলায় পরেছে। এ্যাডভেঞ্চার এখানেই শেষ। আমি যদি লেখক হতাম তাহলে এই কাহিনী না লিখে পারতাম না। স্যালি খালা আমাকে তার কাছে রেখে ভদ্রজীবনে অভ্যস্ত করতে চায়। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? এই চেষ্টা আগেও হয়েছে, কাজ হয়নি।

মার্ক টোয়েন

হাকল্‌বেরি ফিন-এর দুঃসাহসিক অভিযান

অস্থির, চঞ্চল এক কিশোর হাকল্‌বেরি ফিন। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তার কেটেছে ফুটপাতে ঘুমিয়ে, মিসিসিপি নদীতে মাছ ধরে আর বন্ধু টম সয়ারের সাথে নানা দুঃসাহসিক অভিযানে। অজানার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে একদিন বাড়ি ছেড়ে পালাল হাকল্‌বেরি। পথে তার সঙ্গী হলো ক্রীতদাস জিম। রোমাঞ্চকর সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা দু জন ছুটে চলল মুক্ত জীবনের সন্ধানে।

9 789846 340716

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

Aohor Arsalan HQ Release

Please Buy The Hard Copy if You Like this Book!!

www.Banglapdf.net